CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-244 ■ 5 June, 2026 ■ আগরতলা ৫ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২১ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে 'সংযুক্ত ও একত্রিত হোন এবং গতি সঞ্চার করুন' নীতি ঃ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

শিলং, ৪ জুন।। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্ব পরিষদের (এনইসি) সহ-সভাপতি জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া বুধবার শিলংয়ে অনুষ্ঠিত এনইসি-র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন রূপান্তরমূলক উদ্যোগ এবং আটটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ পর্যালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিন্ধিয়া বলেন, ডোনার মন্ত্রক বর্তমানে শুধু একটি প্রশাসনিক সংস্থা নয়, বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর সমন্বয়কারী, সহায়ক এবং সেতুবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 'সংযুক্ত ও একত্রিত হোন এবং গতি সঞ্চার করুন' এই ত্রিমুখী নীতিকে সামনে রেখেই উন্নয়নের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, এনইসি-র ৭২তম পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের পর গঠিত আটটি উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স ইতিমধ্যে তাদের কর্মপরিকল্পনা ও সুপারিশ জমা দিয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষি ও উদ্যানপালন, হস্তশিল্প, পরিকাঠামো ও সংযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক করিডর, পশুপালন ও মৎস্য ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, ক্রীড়া এবং পর্যটনসহ বিভিন্ন

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

৩২ বছর পর ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৪ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার পেকুছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বৃহস্পতিবার আবেগঘন এক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘ ৩২ বছর পর বাড়ি ফিরলেন পরিবারের একমাত্র ছেলে বিপ্রজিত দাস। বহু বছর ধরে নিখোঁজ থাকা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধ বাবা বিজয় দাস।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, বিজয় দাসের এক ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বিপ্রজিত ছিলেন সবার বড়। আনুমানিক ১৯৯৪ সালে, মাত্র ১৪ বছর বয়সে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে বহু খোঁজাখুঁজি করা হলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। এমনকি পানিসাগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ না পাওয়ায় একসময় তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলেন বৃদ্ধ বাবা-মা।

বিজয় দাস জানান, গত চার বছর আগে তাঁর স্ত্রী তথা বিপ্রজিতের মা শান্তি রানী দাসের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তিনি একাই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে ছেলেকে ফিরে পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এনইসি-র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন

সাব্রুমের স্থল বন্দর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে উঠবে ঃ অমিত শাহ

শিলং, ৪ জুন ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব পরিষদ (এনইসি)-এর ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, মেঘালয়ের

রাজ্যপাল সি. এইচ. বিজয় শঙ্কর, মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সময়কালে গড়ে ওঠা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আজ 'উন্নত উত্তর-পূর্ব'-এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, গত এক দশকেরও বেশি সময়ে উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নে এতটা মনোযোগ দিয়ে কাজ করা প্রধানমন্ত্রী বিরল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে ওঠে সুশাসন, আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপর। গত ১২ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সংঘাতের সমাধানে ১২টিরও বেশি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১০,৮০০-র বেশি যুবক অস্ত্র ত্যাগ করে মূলধারায় ফিরে এসেছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আজ দিনভর ঠাসা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু'দিনের রাজ্য সফরে আজ আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন। আগামীকাল তিনি একাধিক কর্মসূচিতে যোগদান করবেন। আজ বিকেলে আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্রিন্সিরাণী, বিশিষ্ট নাগরিক বিপিন দেববর্মা।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর ও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে শুক্রবার ত্রিপুরা সফরে ব্যস্ত সময় কাটাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ধর্মীয়, প্রশাসনিক এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। শুক্রবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে তিনি উদয়পুরের ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো ও প্রার্থনা করবেন। এরপর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে আগরতলার লঙ্কামুড়া সীমান্ত চৌকিতে (বিএসএফ ৪২ নম্বর ব্যাটালিয়ন) অনুষ্ঠিত একাধিক

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপের দাবি অমিত শাহের সফরে আশাবাদী রঞ্জিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ রোধে আরও কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ত্রিপুরা সফরে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দুই দিনের ত্রিপুরা সফরকে ঘিরে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিত দেববর্মা জানান, সফরকালে অমিত শাহ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিদর্শন করবেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এছাড়াও তিনি মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করতে পারেন বলে জানা গেছে।

রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা এখনও উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে এবং বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের নজরে এসেছে।

তিনি রাজ্য সরকারের অনুপ্রবেশ বিরোধী অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে ত্রিপুরার জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা এবং জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে অবৈধভাবে বসবাসকারী অনথিভুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপরও তিনি জোর দেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের স্বার্থে অনুপ্রবেশ রোধ এখন সময়ের দাবি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী, তবুও মেলেনি কোনও ভাতা অনিশ্চয়তায় দিন গুজরান ৭১ বছরের বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ জুন ।। ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও আজও প্রতিবন্ধী ভাতা কিংবা বৃদ্ধভাতা পাননি ৭১ বছর বয়সী বীরেন্দ্র মালাকার। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন ও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সরকারি ভাতার সুবিধা না পাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁর। এমনই অভিযোগ উঠেছে ধলাই জেলার কমলপুরের বালিগাঁও পঞ্চায়েত এলাকার ফৌজীপাড়ার এই প্রবীণ বাসিন্দার পক্ষ থেকে।

জানা গেছে, একসময় কমলপুর বাজারে সবজি বিক্রি করে সংসার চালাতেন বীরেন্দ্র মালাকার। কিন্তু ২০১৮ সালে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এরপর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং চিকিৎসার পর তিনি ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হিসেবে সরকারি প্রতিবন্ধী শংসাপত্র লাভ করেন। অভিযোগ, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে তিনি কোনও

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভোটাধিকার হরণ হলে সবই সম্ভব ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। ভোটাধিকার হরণ হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু আগামী দিনে সিপিআই(এম)-এর আসন সংখ্যা শূন্য হলেও দল লড়াইয়ের ময়দান ছাড়বে না। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সিপিআই(এম) সবসময় আন্দোলন চালিয়ে যাবে। বলে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

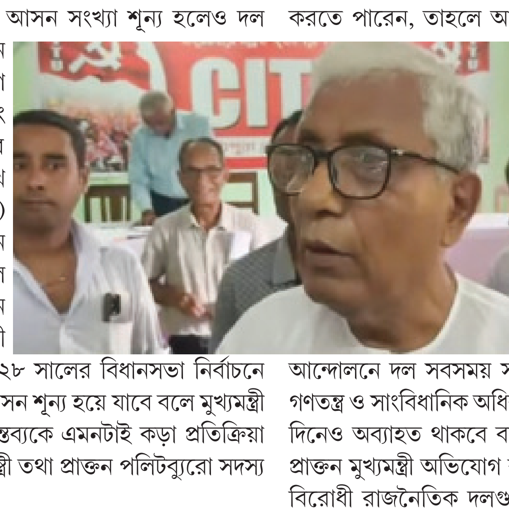

মানিক সরকার। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই(এম)-র আসন শূন্য হয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার মন্তব্যকে এমনটাই কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

তিনি বলেন, বিজেপি যদি জনগণের ভোটাধিকার হরণ করতে পারে, তাহলে সিপিআই(এম)-এর আসন শূন্য হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মানুষ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে আগামী দিনে বিজেপির কী পরিণতি হবে তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।

তিনি আরও বলেন, সিপিআই(এম) ক্ষমতায় থাকুক বা না থাকুক, জনগণের সমস্যা, অধিকার এবং জীবিকা রক্ষার আন্দোলনে দল সবসময় সামনের সারিতে থাকবে। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, দেশে এবং রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও প্রভাব বিস্তারের

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এনইসি-র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

ত্রিপুরার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। শিলংয়ে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব পরিষদের ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি

উত্থাপন করেন। তিনি আগরতলা-চট্টগ্রাম সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু, বদরপুর-সাব্রুম ডাবল লাইন রেল প্রকল্পের দ্রুত কাজ শুরু, প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যে ৪০ শতাংশ ছাড় এবং আগরতলায় একটি এআইআইএমএস প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ডোনারমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দিকনির্দেশনায় ত্রিপুরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

তিনি জানান, গত ছয় বছরে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের সমপর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ গত আট বছরে ত্রিপুরা ৩৫০-রও বেশি জাতীয় ও আঞ্চলিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগবান্ধব নীতির ফলে গত এক বছরে রাজ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ এসেছে এবং ৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এছাড়া ত্রিপুরা স্টার্টআপ নীতি ২০২৪-এর আওতায় ২০০-রও বেশি স্টার্টআপকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সরকারের আশ্বাসে আজ রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার টিজিআরডিসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর আগামীকাল ঘোষিত রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করল ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নিজ ডিমান্ড কমিটি (টিজিআরডিসি)। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের যৌথ মঞ্চ হিসেবে পরিচিত সংগঠনটি দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে টিজিআরডিসি-র প্রতিনিধিরা আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন জঙ্গিদের পুনর্বাসন, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘদিনের দাবি তুলে ধরেন। বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাষীষ দাস জানান, সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সংগঠনটি তাদের ঘোষিত

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে বোনের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আপন বোনের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে ভাই ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লেফুঙ্গা থানার অধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ভোগজোরে।

অভিযোগকারী শুক্লা সরকার জানান, তিনি ভোগজোর এলাকার বাসিন্দা ও সুভাষ সরকারের কন্যা। পিতৃসম্পত্তিতে তাঁর ন্যায্য অধিকার দাবি করায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন। একাধিকবার তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নিরুপায় হয়ে শুক্লা সরকার বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে রিপোর্ট চাইল মানবাধিকার কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। ত্রিপুরার দুই সরকারি হাসপাতালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া পৃথক দুই মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছে রিপোর্ট তলব করেছে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন (টিএইচআরসি)। আগরতলার জিবিপি হাসপাতালের এক রোগীর মৃত্যু এবং আইজিএম হাসপাতালে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (সুয়োমোটো) মামলা গ্রহণ করেছে কমিশন।

বিচারপতি অরিন্দম লোধের নেতৃত্বাধীন কমিশন ১ জুন একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত জিবিপি হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবেদন নেয়। সংবাদে দাবি করা হয়, গত ৩১ মে মেডিসিন ওয়ার্ডের শৌচাগারে দীর্ঘ সময় ধরে এক রোগীকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অভিযোগ, তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হলেও কোনও চিকিৎসক বা নার্স তাঁকে দেখতে যাননি। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে শৌচাগার থেকে উদ্ধার করলে দেখা যায় তিনি মারা গেছেন।

কমিশন পর্যবেক্ষণে জানায়,

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তীব্র গরমের মাঝেই সুখবর, কেরলে বর্ষার আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। অবশেষে ভারতে বর্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৪ জুন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু কেরলে প্রবেশ করেছে। এর ফলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দেশে বর্ষা মৌসুমের যাত্রা শুরু হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তীব্র গরম ও দাবদাহে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দিনের পর দিন অস্বাভাবিক তাপমাত্রা, প্রখর রোদ এবং অসহনীয় গরমে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমন পরিস্থিতিতে বর্ষার আগমনের খবর যেন এক স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণার পর কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষসকলের মধ্যেই নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি মৌসুমি বায়ুর আরও অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু দেশের আরও বেশ কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, মৌসুমি বায়ু মধ্য আরব সাগরের আরও কিছু অংশ, সমগ্র গোয়া, মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কর্ণাটকের আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং তামিলনাড়ুর অবশিষ্ট অংশেও বর্ষার প্রবেশ ঘটতে পারে।

সামুদ্রিক অঞ্চলের ক্ষেত্রেও মৌসুমি বায়ুর বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের আরও কিছু অংশ, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, কেরলে মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK
Page 1.pmd 1 05-06-2026, 00:58

জাগরণ আগরতলা ৫ জুন, ২০২৬ ইং
২১ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার লড়াই

প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্বজুড়িয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।১৯৭২ সালে জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত কনফারেন্সে যাহা স্টকহোম সম্মেলন নামে পরিচিত,৫ই জুন দিনটিকে পরিবেশ দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর পর ১৯৭৩ সাল থেকে প্রতি বছর এটি নিয়মিত পালিত হইয়া আসিতেছে। এই দিবসটি পালনের মূল কারণগুলো হইলো:জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, দূষণ এবং বন উজাড়করণের মতো মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যাগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। পৃথিবী নামের এই গ্রহটিকে বাঁচিয়া রাখিতে আমাদের প্রত্যেকের যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা মনে করাইয়া দেওয়া।বিভিন্ন দেশের সরকারকে পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর আইন প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করা।বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হইলো'প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাচিয়া থাকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ পৃথিবী গড়িয়া তোলা।' তবে এই মূল ভাবনার অধীনে প্রতি বছর জাতিসংঘ একটি নির্দিষ্ট এবং সমসাময়িক প্রতিপাদ্য বা থিম নির্ধারণ করে। যেমন:প্লাস্টিক দূষণ রোধ করা, বনায়ন বৃদ্ধি করা, কিংবা ল্যান্ড রিস্টোরেশন। এই থিমগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে পরিবেশের কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষতকে চিহ্নিত করে তা নিরাময়ের জন্য বিশ্ববাসীকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানানো।সহজ কথায়, পরিবেশ দিবস আমাদের মনে করাইয়া দেয় যেপ্রকৃতি আমাদের ছাড়া বাঁচিতে পারিবে, কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া আমরা বাঁচিতে পারিব না। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং আমাদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার লড়াই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত দিবস। এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সম্মেলন শুরু হইযয়াছিল। এই সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ জুন অবধি। এই সম্মেলনে ওই বছরই চালু করিয়াছিল জাতিসংঘের সাধারণ সভা। তখন থেকেই প্রতি বছর এই দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতি বছরই দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়া পালিত হয়। ২০২৩ সালে প্লাস্টিক-দূষণ বন্ধের আহ্বানে 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে শামিল হই সকলে' প্রতিপাদ্য নিয়া সারাবিশ্বে দিবসটি পালিত হয়।উত্তর গোলার্ধে দিবসটি বসন্তে, আর দক্ষিণ গোলার্ধে দিবসটি শরতে পালিত হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় রাখিয়া মানুষ যাহাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হইয়া এক সুন্দর পরিবেশে বাচিয়া থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্দেশ্য।

১৯৬৮ সালের ২০ মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তাহাদের গভীর উদ্বেগের কথা। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরের বছর জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সমাধানের উপায় খুঁজিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতিতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি ইতিহাসের প্রথম পরিবেশ-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৪ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন ৫ জুনকে জাতিসংঘ "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্মনগরের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, দ্রুত কাজ সম্পন্নের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ জুন: ধর্মনগর শহর ও বিধানসভা এলাকার চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ পড়ে থাকা কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বুধবার ধর্মনগর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর ৫৬ নং বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী।

বিকেল প্রায় ৩টায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে জনপথ নির্মাণ দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরসহ বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (টুডা)-র আওতায় বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন টুডার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও।

বৈঠকে ধর্মনগরে সদ্য শুরু হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকা কাজগুলির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ গুরুত্ব পায় শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিষেবা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প।

বিধায়ক জহর চক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের সুফল দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিটি প্রকল্পের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত শেষ করা জরুরি।

এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে বিদ্যমান জটিলতা ও বিলম্ব দূর করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। ধর্মনগরের সার্বিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করা এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করাই এই পর্যালোচনা বৈঠকের মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে। প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে পানিসাগরে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস ২০২৬ সম্পর্কে জনসাধারণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে আজ পানিসাগরে এক মেগা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পানিসাগর টাউনহলে আয়োজিত এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কল্পনা দেবনাথ, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস বলেন, আমরা সবাই চাই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। তবেই আমরা সুস্থভাবে থাকতে পারবো। আমাদের আগামী প্রজন্মও একটি সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস নিয়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ডেপুটি সি.ই.ও. আয়নুল হক খান।

বন্দেমাতরম: শতবর্ষ পেরিয়ে জাতির আত্মিক সঞ্জীবনী

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক- প্রাবন্ধিক)

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম' কোন সাধারণ ধ্বনি ছিল না; এটি ছিল একটি মন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' -এ অন্তর্ভুক্ত এই গানটি যখন ভারতীয় জাতীয় সংগীতের (National Song) মর্যাদায় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে; তখনও এর প্রাসঙ্গিকতা বিন্দু মাত্র ম্লান হয়নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যদি কোন শব্দ সমষ্টি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আপামর জনতাকে একই সূত্রে গেঁথে থাকে; তবে তা হল 'বন্দেমাতরম'। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে ১৮৭০ এর দশকে সৃজিত এই গানটি ১৯৫০ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। আজ এই স্বীকৃতির শতবর্ষ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আমরা যখন আধুনিক ভারতের অগ্রগতির দিকে তাকাই; তখন এই মহামন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ এই গানটি কোন সাধারণ স্তোত্র নয়; এটি ছিল পরাধীন ভারতের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার এক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নিনাদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী ও 'আনন্দমঠ': ১৮৭৫ সালের পঁচাত্তরোদ্ধ কোনো এক সন্ধ্যায় চুঁচুড়ার গঙ্গার ঘাটে বসে বঙ্কিমচন্দ্র এই গানের প্রথম কয়েকটি রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ১৮৮২ সালে যখন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়; তখন এই গানটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী: বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকারদের মতে; গানটি রচনার পর যখন তার কন্যা এর সমালোচনা করেছিলেন; তখন ঋষি বঙ্কিম বলেছিলেন "আজ তুই এর মর্ম বুঝবি না; কিন্তু আজ থেকে২০-৩০ বছর পর এই গানটি গেয়েই ভারতীয়রা একদিন দেশ মাতাল করে তুলবে।" ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক বিবর্তন ও অলৌকিক প্রভাব — ১৮৭৫ সালের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই গানটি রচনা করেন; তখন তিনি সম্ভবত ভাবেননি যে এর প্রতিটি ছত্রে লুকিয়ে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত নাড়িয়ে দেওয়ার শক্তি। ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর গানটি জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই গানে সুরারোপ করে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম'হয়ে ওঠে অখণ্ড বাংলার প্রতিবাদে ভাষা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই গানে সুরারোপ করেন গিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ একে 'জাতীয়তাবাদের পবিত্র মন্ত্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ আরো বলেছিলেন- "বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে সাহিত্যিক এবং এক নতুন ধর্মের প্রবর্তক.. যে ধর্মের নাম দেশপ্রেম।" ১৯০৭ সালে মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা যখন জার্মানির স্টুটগার্টে প্রথম ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন; সেই পতাকার মাঝখানে দেবনাগরী হরফে খোদাই করা ছিল এই 'বন্দেমাতরম' শব্দটি।

তথ্যের নিরিখে 'বন্দেমাতরম' এই মহা গীতিটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে নিচের তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ:

বিষয় বিবরণ
রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫- ১৮৭৬ নাগাদ রচিত)
প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চ ১৮৯৬; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন
ইংরেজি অনুবাদ। ১৯০৯ সালে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (Mother— I bow toThee
সাংবিধানিক মর্যাদা ২৪ শে জানুয়ারি; ১৯৫০ (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক ঘোষিত)
মর্যাদা। 'জনগণমন'র- সমতুল্য সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন।

অগ্নিযুগের অগ্নি মন্ত্র: বিপ্লবীদের জীবন ও আত্মোৎসর্গ 'বন্দে মাতরম' কেবল একটি স্লোগান ছিল না; এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এক রনধ্বনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে এটি ছিল পবিত্র জপমালার মত।

১. শহীদ ক্ষুদিরাম বসু: ফাঁসির মঞ্চে অমর ধ্বনি ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট; মুজফফরপুর কারাগারে মাত্র ১৮ বছর বয়সী ক্ষুদিরাম বসু যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; তার মুখে ছিল এক চিলতে হাসি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে; ফাঁসি কাষ্ঠে ওঠার মুহূর্তে তার শেষ অস্ফুট উচ্চারণ ছিল "বন্দে মাতরম"! তাঁর সেই আত্মত্যাগ সারা বাংলার ঘরে ঘরে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। ২. মাস্টারদা সূর্যসেন: মৃত্যুর আগে শেষ বার্তা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য্যসেন ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি ফাঁসির দড়ি পরার ঠিক আগে তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে এক চিরকুট লিখে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন : "আমার শেষ বাণী— আদর্শ ও একতা। ফাঁসির দড়ি আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় কড়া নারছে এই সাধনার দিনটিতে তোমাদের আমি কি দিয়ে যাব? কেবল একটি জিনিসই আমার সম্বলতাহলে আমার স্বপ্ন।একটি সোনালী স্বপ্ন; স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। বন্দেমাতরম !এগিয়ে চলো; কখনো পিছিয়ে যেও না।"

৩. বাঘাযতীন: বুড়ি বালামের তীরে শেষ লড়াই ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে পরিখার যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়ে যখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) হাসপাতালের শায়িত; তখন তার জীবনের শেষ কথাগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল দেশের মুক্তি। তিনি বলতেন "আমরা মরব; জাতি জাগবে।" তার পুরো বিপ্লবী জীবনের মূল চালিকাশক্তি ছিল আনন্দমঠের সেই অমোঘ মন্ত্র—বন্দে মাতরম!

৪. মাদাম কামা: বিদেশের মাটিতে দীপ্ত ঘোষণা ১৯০৭ সালে স্টুট গার্টে প্রথম তেরঙ্গা পতাকা উড়ানোর সময় মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "দেখুন এই সেই পতাকা যার জন্য ভারতের হাজার হাজার তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই;আপনারা উঠে দাঁড়ান এবং ভারতের স্বাধীনতার এই প্রতীককে অভিবাদন জানান।বন্দেমাতরম!" কেন এই উদ্ধৃতি গুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ? এই বিপ্লবীদের জীবন থেকে বোঝা যায় যে 'বন্দেমাতরম' কোন সংকীর্ণ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। এটি ছিল ১. নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম: নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের জন্য আত্মাহুতির অনুপ্রেরণা। ২. অদম্য সাহস: ব্রিটিশদের অমানবিক অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও মাথা নত না করার সাহস। ৩. একাত্মবোধ: জাতি -ধর্ম- নির্বিশেষে সমস্ত বিপ্লবীর অভিন্ন পরিচয়। আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা: পরিবেশ ও দেশাত্মবোধ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরমের ব্যাপ্তি আরোও বিস্তৃত হয়েছে। একে কেবল রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে দেখলে এর মূল সুরটি অধরাই থেকে যাবে। ১. প্রকৃতি ও বাস্তুসংস্থান: গানে বর্ণিত 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম শস্যশ্যামলাং মাতরম'-- এই পঙক্তিগুলি আজ পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। দেশ মানে কেবল মানচিত্র নয়; দেশ মানে তার জল;মাটি এবং বনজ সম্পদ। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে এই গানটি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ২. নারী শক্তির জাগরণ: বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। যে যুগে নারীরা অন্দরমহলে বন্দী ছিল; সেই যুগে দেশকে দূর্গা বা লক্ষ্মী রূপে কল্পনা করে তিনি নারী শক্তির এক অসীম তেজ তুলে ধরেছিলেন। আজকের দিনে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লড়াইয়ে এই দর্শন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৩. সাংস্কৃতিক সংহতি: — এই গানটি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার এক অনন্য মিশ্রণ। এটি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক জাতীয়তাবাদের সেতুবন্ধন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে আধুনিক পপ সংগীত— সর্বত্রই এই গানের সুর ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা প্রচার করে।

শিল্পের আধারে বন্দেমাতরম — এই গানের প্রভাব কেবল রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'বঙ্গমাতা' (যা পরে 'ভারত মাতা' নামে পরিচিত হয়)।চিত্রটি ছিল এই গানের ই দৃশ্যরূপ। যদু ভট্ট থেকে শুরু করে; বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর; ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক যুগে লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে এ. আর. রহমানের "মা তুঝে সালাম"--- সর্বত্রই এই মূল মন্ত্রের নির্যাস থেকে জন্ম নিয়েছে। এমনকি অলিম্পিক থেকে মহাকাশ অভিযানে ভারতের সাফল্যের মুহূর্তেও এই ধ্বনিই দেশবাসীর মনে প্রথম সঞ্চারিত হয়।

এক নজরে বিবর্তন
সাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব
১৮৭৫। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক গানটি আংশিক রচিত হয়।
১৮৮২। 'নৈদাঘ" উপন্যাসের পরিবর্তে আনন্দমঠে গানটি স্থান পায়।
১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এটি রণধ্বনিতে পরিণত হয়।
১৯৫০। সংবিধান সভার সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ একে ন্যাশনাল সং" মর্যাদা দেন। 'বন্দে মাতরম' কোন নির্দিষ্ট দলের বা মতাদর্শের নয়; এটি প্রতিটি ভারতীয়র আত্মপরিচয়। শতবর্ষ পেরিয়ে এর প্রভাব আজ আরোও গভীর।এটি আমাদের শেখায় যে; দেশপ্রেম মানে কেবল সীমানা রক্ষা নয়; বরং দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসা। পরাধীনতার যুগে যা ছিল 'মুক্তি মন্ত্র'; ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে উঠেছে 'উন্নয়ন ও সংহতির মন্ত্র'।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া

সজল দাস

"জোরপূর্বক শ্রম" ইস্যুতে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর। ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া "অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড" চুক্তির আওতায় দেশটিতে পণ্য রাপ্তানির ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ বাড়তি শুল্ক দিতে হবে বাংলাদেশকে।

কিন্তু মার্কিন উচ্চ আদালত "ইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ" দেশটির সংবিধান পরিপন্থি এবং আইনিভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা দেওয়ার পর, ট্যারিফ ইস্যুতে ভিন্ন পথে হাঁটে ট্রাম্প প্রশাসন।

বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে পণ্য উৎপাদনে জোরপূর্বক শ্রম এবং অতিরিক্ত উৎপাদন ইস্যুতে তদন্তের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। অভিযোগগুলো প্রমাণিত হলে বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণাও দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সেই তদন্তের কারণ দেখিয়ে "জোরপূর্বক শ্রম" ব্যবহারের অভিযোগ এনে বাংলাদেশসহ ৬০ দেশে নতুন করে বাড়তি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর। দেশটির ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ জেমসন গ্রিয়ার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আমদানির বিষয়টি মোকাবিলায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের ব্যর্থতা অগ্রহণযোগ্য।' 'এটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে আমেরিকান শ্রমিকরা বিশ্ববাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে বাধ্য হন,' বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে একতরফা শুল্ক আরোপের "কৌশল" হিসেবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদ এবং খাত সংশ্লিষ্টরা।

এর ফলে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্য- বিশেষ করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বড়ো ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলেও মনে করেন তারা। বাংলাদেশের পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক বা গ্লোবাল ট্যারিফ নীতিকে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণার পরই শুল্ক ইস্যুতে নিজের কৌশলে পরিবর্তন এনেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তাদের মতে, যেকোনো উপায়েই নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে একতরফা বললেও বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার কথাও বলছেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের নতুন এই প্রস্তাব নিয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি বাংলাদেশ সরকার।

জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্যের বাণিজ্য রোধে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে ইউনাইনেটড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ বা ইউএসটিআর। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর বা ইউএসটিআর বলছে, তাদের বাণিজ্য অংশীদার যে ৬০টি দেশ পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি মোকাবিলা করতে পারেনি তাদের ওপর ১০ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। ইউএসটিআর এর এই প্রস্তাবনায় বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, জাপানসহ ৬০টি দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলছে, বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে না পারায় তাদের এই সিদ্ধান্ত। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের জরুরি শুল্ক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা গত ফেব্রুয়ারিতে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কোন দেশের ওপর কত শুল্ক আরোপ করা হবে সেটিও ওই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছে ইউএসটিআর। তারা জানিয়েছে, যে-সব দেশ ইতোমধ্যেই জোরপূর্বক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অথবা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এমন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা আংশিক নিয়ম বিদ্যমান তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য সব দেশের ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, কানাডা, ইকুয়েডর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং ব্রিটেনের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে।

এছাড়া বাকি ৪৫টি দেশের ওপর তারা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে।

এছাড়া একটি টেক্সটাইল মেকানিজমও প্রস্তাব করছে যুক্তরাষ্ট্র। যা নির্দিষ্ট পরিমাণ পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্যকে হ্রাসকৃত শুল্ক হারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেবে, যদিও এর হার বা পরিমাণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত শুল্কের ক্ষেত্রে, জ্বালানি, বিরল মৃত্তিকা এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু ধাতু, মাংস, কফি, নির্দিষ্ট কিছু ফল ও সবজি, ওষুধ, জৈব রাসায়নিক এবং বিমানের যন্ত্রাংশ এই শুল্কের আওতামুক্ত থাকবে বলে জানিয়ে ইউএসটিআর।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভিন্ন কৌশল

২০২৫ সালের দোসরা এপ্রিল একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন হারে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পালটা শুল্ক আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। যেটি বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের উপর শুরুতে ৩৫ শতাংশ পালটা শুল্ক আরোপ করা হলেও শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি শেষে উভয় পক্ষ "অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড" নামে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া এই চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে নানা আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কদিন আগে এই চুক্তিতে সই করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করে চুক্তিতে পরিবর্তন আনা যায় কিনা বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি সেই দাবিও রয়েছে। ওই সময় বাংলাদেশ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শুল্ক যুদ্ধে হঠাৎই বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বহুল আলোচিত "ইউনিভার্সাল বেসলাইন ট্যারিফ" যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিপন্থি এবং আইনিভাবে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে হওয়া চুক্তি একরকম অনিশ্চয়তায় পড়ে। যদিও ওই সময় বিকল্প হিসেবে "সেকশন ১২২" নামে একটি আইনের আওতায় নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশের উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা কিংবা অতিরিক্ত উৎপাদন করা হচ্ছে কি-না এবং পণ্য উৎপাদনে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এরকম একটি তদন্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর। ইউএসটিআর ওই সময় জানিয়েছিল যে, পণ্য উৎপাদনে জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর আইন, নীতি ও বাস্তব প্রয়োগ কেমন সেটিই তদন্ত করে দেখা হবে। একই সঙ্গে দেখা হবে যে, এসব বিষয়ে দেশগুলোর নীতি বা চর্চা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের ওপর কোনো ধরনের বোঝা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কি না।

মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আইনের ৩০১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনো বিদেশি সরকারের নীতি বা কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের জন্য অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। চলতি বছরের মার্চে শুরু করা এই তদন্তের একটি অংশ অর্থাৎ জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতেই মঙ্গলবার নতুন করে ৬০টি দেশের ওপর এই শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর। বাংলাদেশে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিক্রিয়া জোরপূর্বক শ্রম এবং অতি উৎপাদন ইস্যুকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র যখন ৬০টি দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল তখনই এ নিয়ে বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে, ট্রাম্প প্রশাসন ভিন্ন কৌশলে বাড়তি শুল্ক আরোপের পথই খোলা রাখছে বলেও সমালোচনা হয়েছিল। মঙ্গলবার নতুন শুল্ক আরোপের যে প্রস্তাবনা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর দিয়েছে তার মধ্য দিয়ে সেই কৌশলেরই বাস্তবায়ন দেখছেন অর্থনীতিবিদ এবং রপ্তানি খাত সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলছেন, এটি ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন কোনো পরিকল্পনা নয়, বৃহৎ পরিকল্পনারই অংশ। তিনি বলছেন, 'ট্যারিফ আদায়ের যে পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে নিয়েছিল সেটিই আইনের মারপ্যাচে ভিন্ন আঙ্গিকে নতুনভাবে সামনে এনেছে।' অতীতে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া ট্যারিফের সিদ্ধান্ত আদালতে বাতিল হলেও সেটাকেই আবার শক্ত করে আইনি প্রক্রিয়ায় আনা হচ্ছে। 'ওরা বলছে যে আপনি ফোর্স লেবার এবং এক্সেস প্রোডাকশনের জন্য দায়ি, এগুলোতো খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। এগুলো আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না, ওরাও পারবে না। আসলে ওরা যে মাত্রায় ট্যারিক কলেকশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আইনের মারপ্যাঁচে সেটাই করছে, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. রুবেল। এছাড়া যে দেশগুলো এখনও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি করেনি, তাদেরকেও চুক্তিতে আনার ক্ষেত্রে এটি একটি আইনি ভিত্তি হিসেবেও কাজ করবে। জোরপূর্বক শ্রম ইস্যুতে যেসব দেশে বাড়তি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করার হয়েছে সেখানে বাংলাদেশের নাম থাকায় এর প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠন। বুধবার দুপুরেই সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশের নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ। সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলছেন, মার্কিন আদালত আগের ট্যারিফ বাতিল করলেও নতুন অজুহাতে আরও ট্যারিফ আরোপের চেষ্টা করছে।

'জোরপূর্বক শ্রমের যে অজুহাত তারা দিয়েছে এর একটা প্রমাণও কি তারা দিতে পারবে? বাংলাদেশের শ্রমিকদের জোর করে কাজ করানো হচ্ছে, প্রশ্নই আসেনা,' বলেন তিনি। মি. হাতেম দাবি করেন, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করেই কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে। 'আইএলও"র আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনের দশটি কোর কনভেনশনেই বাংলাদেশ সই করেছে। আমেরিকা মাত্র দুটিতে করেছে। মূলত তাদের আদালত বাতিল করে দেওয়াতে ভিন্ন একটি ক্লজে গিয়ে এটি করার চেষ্টা করছে তারা,' বলেন বিকেএমইএ সভাপতি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ট্যারিফ ইস্যুতে বাংলাদেশের যে চুক্তি হয়েছে সেটি আবারও পর্যালোচনার কথা বলছেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি এর গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, 'স্বাভাবিক শুল্কের ওপর লেবার স্ট্যান্ডার্ডের ইস্যু এনে তারা বাড়তি শুল্ক আরোপের চেষ্টা করছেন, কিন্তু আগেই এই ধরণের শুল্কের বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল মার্কিন আদালত, এবারও বিষয়টি মার্কিন আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়বে।' যদিও তিনি মনে করেন, মার্কিন ট্যারিফের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের বরং উচিৎ হবে শ্রম অধিকারের বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেখানে নজর দেওয়া। 'শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতের বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের ওপর চাপ রয়েছে, আমাদের উচিৎ হবে ট্যারিফের দিকে না তাকিয়ে এক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকলে নিজেদের তাগিদেই সেটি ঠিক করা, ' বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মোয়াজ্জেম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা পুর নিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। ছবি নিজস্ব

দূষিত পানীয় জলের জেরে অসুস্থ প্রায় ৫০ জন জরুরি পদক্ষেপের নির্দেশ অমিত শাহের

আহমেদাবাদ, ৪ জুন (আইএএনএস): গুজরাটের আহমেদাবাদের গোটা ওয়ার্ডে দূষিত পানীয় জল সরবরাহের অভিযোগে প্রায় ৫০ জন বাসিন্দা ডায়রিয়া ও বমিতে আক্রান্ত হওয়ার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ।

জানা গিয়েছে, সোলা এলাকার জনতানগর ক্রস রোড সংলগ্ন নয়টি আবাসনে এই অসুস্থতার ঘটনা সামনে আসে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, জল সরবরাহ ও নিকাশি লাইনের মেরামতির সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে দূষিত জল পানীয় জলের লাইনে মিশে যায়।

পরিস্থিতি নিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এএমসি) শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন অমিত শাহ। আক্রান্ত এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ও বুধবার আক্রান্তদের মধ্যে ডায়রিয়া ও বমির উপসর্গ দেখা দেয়। খবর পাওয়ার পরই স্বাস্থ্য ও প্রকৌশল বিভাগের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এএমসি-র এক আধিকারিক জানান, সত্তাধর ব্রিজ সংলগ্ন আকাঙ্ক্ষা ফ্ল্যাট, নবরত্ন ফ্ল্যাট এবং ত্রিদেব সোসাইটিতে অসুস্থতার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জরুরি ব্যবস্থা নেন।

পুরসভার দাবি, নিকাশি লাইনের একটি সংযোগস্থলে মেরামতির কাজ চলাকালীন এই সমস্যা তৈরি হয়। এর ফলে দূষিত জল আশপাশের জল সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত আবাসনগুলির জলাধার পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় ৪০টি দল বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালাচ্ছে। পাশাপাশি বাসিন্দাদের মধ্যে ক্লোরিন ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

এএমসি-র মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ ডা. ভবিন সোলাঙ্কি জানান, একটি মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানের মাধ্যমে ৫০ জন রোগীকে বহির্বিভাগভিত্তিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সকলের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তিনজনকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে শীঘ্রই ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে। তিনি জানান, দূষিত জল সরবরাহের প্রভাব পড়েছে প্রায় ৩২৬টি পরিবারের ওপর।

এদিকে আহমেদাবাদের মেয়র হিতেশ বারোট আক্রান্ত আবাসনগুলি পরিদর্শন করে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বাঞ্ছানিধি পানি জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরই দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন আবাসনের ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ ব্যবস্থারও বিশেষ পরিদর্শন করা হচ্ছে। বর্তমানে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে।

উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যের অর্থনৈতিক শক্তি চিহ্নিত করাই ছিল এনইসি বৈঠকের মূল লক্ষ্য: নেফিউ রিও

শিলং, ৪ জুন (আইএএনএস): উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি চিহ্নিত করার লক্ষ্যেই ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও।

শিলংয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিও বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও উত্তর-পূর্ব পরিষদের (এনইসি) চেয়ারম্যান অমিত শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের জন্য পৃথক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, "উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স সফর করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, টাস্ক ফোর্সগুলির তৈরি করা সুপারিশ ও রিপোর্ট বৈঠকে উপস্থাপন করা হয় এবং তা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রিওর কথায়, "আমরা আমাদের পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি। টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য একটি নতুন ধারণা সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, আলোচনায় প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি এনইসি-র শীর্ষ আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-ও বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়।

এনইসি-কে 'হোয়াইট এলিফ্যান্ট' বা অকার্যকর সংস্থা হিসেবে সমালোচনার প্রসঙ্গ উঠেছিল কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে রিও স্পষ্ট করে জানান, এ ধরনের কোনও বিষয় বৈঠকে আলোচনা হয়নি। তিনি বলেন, "এই বিষয়টি বৈঠকে ওঠেনি।"৭৩তম এনইসি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলি পর্যালোচনা করা হয় এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

আশা করা হচ্ছে, এই বৈঠকের সুপারিশগুলি ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সমন্বিত কাঠামোর মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরও উন্মুক্ত করতে সহায়ক হবে।

তৃণমূল ভাঙনের জন্য মমতার 'অহংকার' ও অভিষেকের 'একনায়কতন্ত্র' দায়ী: এনডিএ নেতাদের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (আইএএনএস): পশ্চিমবিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের এক মাসের মধ্যেই দলের ভাঙনের জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী-র 'অহংকার' এবং দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-র 'একনায়কতান্ত্রিক আচরণ'-কে দায়ী করলেন এনডিএ-র একাধিক নেতা।

বুধবার তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক রিতাব্রতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বে ৮০ জন নির্বাচিত বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জন একটি প্রস্তাব জমা দেন। ওই প্রস্তাবে তাঁরা নিজেদের বিধানসভায় তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক ব্লক এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানান। একইসঙ্গে রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়। পরে বিধানসভার স্পিকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে এনডিএ শিবির।

জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর মুখ্য মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছিলেন, যে দলে থাকতে চায় থাকবে, না চাইলে চলে যাবে। এই ধরনের মনোভাবই আজকের পরিস্থিতির জন্য দায়ী। প্রথমে দলের মেয়র, তারপর বিধায়করা দল ছাড়ছেন। এমন দিনও আসতে পারে যখন তাঁর দফতরের কর্মীরাও সরে যাবেন।"

জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্রসাদ দাবি করেন, "তৃণমূল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙন হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একটি ছোট গোষ্ঠীর নেত্রী। এই পরিস্থিতির জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনায়কতান্ত্রিক আচরণই দায়ী।"

তিনি আরও বলেন, দলকে বাঁচাতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিজেপি সাংসদ দিনেশ শর্মা বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস আর রাজনৈতিক দল নয়, এটি দুর্নীতি, শোষণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দলটি একটি পরিবারের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, "পরিবারের এক সদস্য নিজের স্বার্থে শুধু দলকেই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিও অবিচার করেছেন।"

উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ও ওম প্রকাশ রাজভর বলেন, "তৃণমূলের মধ্যে যে একনায়কতন্ত্র, হিটলারসুলভ মনোভাব ও দাদাগিরি চলছিল, তাতে অতিষ্ঠ হয়েই অনেক নেতা দল ছেড়েছেন।"

তিনি দাবি করেন, "ভোটাররাও তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় অনেক নেতা পরিবর্তন চাইছেন এবং আলাদা গোষ্ঠী গড়ছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, "এটাই ছিল তৃণমূলের ভবিষ্যৎ। তৃণমূল কংগ্রেস নামটাই মুছে ফেলা উচিত। গত ১৫ বছরে এই নাম বাংলাকে ধ্বংস করেছে। মানুষ আর এই নাম শুনতে বা দেখতে চায় না।"

বিজেপি মুখপাত্র টি. আর. শ্রীনিবাস বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ভাঙন এখন একটি চলমান ওয়েব সিরিজের মতো। দলছুট সাংসদ ও বিধায়করাও বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের পাশে থাকতে হলে কাটমানি, মাফিয়াতন্ত্র ও সাধারণ মানুষকে হয়রানির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।"

মোদির নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঐতিহাসিক রূপান্তর: পেমা খান্ডু

শিলং, ৪ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে গত ১২ বছরে উত্তর-পূর্ব ভারত অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পেমা খান্ডু। তিনি বলেন, একসময় বিদ্রোহ, বেকারত্ব ও অনুন্নয়নের জন্য পরিচিত এই অঞ্চল এখন উন্নয়ন, সংযোগ ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার শিলংয়ে উত্তর-পূর্ব পরিষদ-এর ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন শেষে আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের ধারাবাহিক অবকাঠামো উন্নয়নমূলক উদ্যোগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিত্র আমূল বদলে দিয়েছে।

খান্ডু বলেন, "গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদি অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছেন। আজ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিও অনেক বেশি সহজে পৌঁছনোর মতো হয়ে উঠছে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মানচিত্রই বদলে গিয়েছে।"

তিনি জানান, এনইসি-র বৈঠকে মূলত উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধের বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি তাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এক সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিদ্রোহ, দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং অনুন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হত। কিন্তু বর্তমানে সেই ধারণার বড় পরিবর্তন ঘটেছে। "এখন এই অঞ্চল উন্নয়ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংযোগ বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের জন্য পরিচিত হচ্ছে," বলেন তিনি।

খান্ডু মনে করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, আগামী দিনে উত্তর-পূর্ব ভারত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগের প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে।

আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে তিনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। খান্ডুর বক্তব্য, অসমের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে এবং দীর্ঘদিনের জটিল বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরমা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অসম ও মেঘালয়-র মধ্যে যেমন ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে, তেমনই অসম ও অরুণাচল প্রদেশ-র মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ সমাধানসূত্র বেরিয়েছে।"বাকি সমস্যাগুলিও আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর মতে, এতে আঞ্চলিক সংহতি আরও মজবুত হবে এবং উন্নয়নের গতি বাড়বে।

উদয়পুরে দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুন: দুর্যোগ মোকাবেলায় দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ মহড়ার আয়োজন করা হয়। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই মহড়ায় বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।মহড়ায় উপস্থিত ছিল ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য দপ্তর, সিভিল ডিফেন্স, আপদ মিত্র সহ একাধিক জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। আকস্মিক দুর্যোগ বা আপৎকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কীভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা করতে হবে, সেই বিষয়েই মূলত এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়া চলাকালীন বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা মোকাবিলার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। উদ্ধার কাজ, আহতদের চিকিৎসা প্রদান, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া এবং জরুরি পরিষেবা সমন্বয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় বাস্তবসম্মত অনুশীলনের মাধ্যমে।

উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার এই প্রসঙ্গে জানান, বর্তমান সময়ে যেকোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যুদ্ধকালীন বা বড় ধরনের দুর্যোগ যদি আমাদের সামনে আসে, তাহলে কীভাবে দ্রুত ও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, সেই বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বাড়াতেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের মহড়া ভবিষ্যতে আরও সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করতে সহায়ক হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সকল সংস্থা ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহকুমা শাসক তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগকে ঘিরে প্রশাসনের প্রস্তুতি ও সচেতনতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় মহলও।

বিয়ের আড়াই মাসের মাথায় গৃহবধূ নির্যাতনের অভিযোগ, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নববধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : বিয়ের মাত্র আড়াই মাসের মাথায় এক গৃহবধূকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে স্বামী, শাশুড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূ বর্তমানে আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।আহত গৃহবধূর নাম নমিতা সরকার। অভিযোগের তির তাঁর স্বামী অনন্ত সরকারের বিরুদ্ধে, যিনি পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। তাঁদের বাড়ি সিধাই এলাকার দমদমিয়া গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যেই বিভিন্ন কারণে নমিতা সরকারের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। সম্প্রতি পরিস্থিতি চরমে পৌঁছালে স্বামী, শাশুড়ি ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।এ ঘটনার পর আহত গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নমিতা সরকারের মা সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হচ্ছিল। অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতন ও গৃহবধূ নির্যাতনের অভিযোগ ক্রমশ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

"এয়ার রেইড ও ব্ল্যাকআউট মক এক্সারসাইজ ২০২৬" শীর্ষক মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ জুন: উত্তর জেলার ধর্মনগরে বৃহস্পতিবার সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে "এয়ার রেইড ও ব্ল্যাকআউট মক এক্সারসাইজ —২০২৬" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের প্রস্তুতি, সমন্বয় এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদানের সক্ষমতা যাচাই করা।

ধর্মনগর মহকুমাশাসক কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত এই মহড়া বিকেল ৪টায় শুরু হয়। বিকেল ৪টা থেকে ৪টা ২ মিনিট পর্যন্ত সাইরেন বাজিয়ে সম্ভাব্য এয়ার রেইডের সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়। এরপর উদ্ধারকাজ, আহতদের সরিয়ে নেওয়া এবং জরুরি প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মহড়া পরিচালিত হয়।মহড়ার অংশ হিসেবে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত ব্ল্যাকআউট কার্যকর করা হয়। এ সময় নির্ধারিত এলাকায় আলো নিভিয়ে জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়গুলো অনুশীলন করা হয়।এ বিষয়ে ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট সুবর্ণ মুরাসিং জানান, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নিয়মিত মক ড্রিল, যা সময়ে সময়ে আয়োজন করা হয় যাতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যে কোনও জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে পারে।মহড়ায় ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ, বিদ্যুৎ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশাসনের মতে, এ ধরনের মহড়া দুর্যোগ মোকাবিলা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সুকান্ত একাডেমিতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছবি নিজস্ব

গোরখপুরে ৪০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪ পাচারকারী

গোরখপুর, ৪ জুন (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জোনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) এবং উত্তরপ্রদেশ বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর যৌথ অভিযানে ৪০৬.৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এনসিবির বিবৃতি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দেড ৈবি. য. া ব. সালেমপুর-লালবাজার প্রধান সড়কে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। তল্লাশিতে গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

এরপর তদন্তের সূত্র ধরে দেউরিয়ার বারহাজ এলাকায় আরও একটি অভিযান চালানো হয়। সেখানে অতিরিক্ত ২০৪.৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় এবং আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়।

দুটি পৃথক অভিযানে মোট ৪০৬.৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে এনসিবি জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য অসমের তেজপুর থেকে দেউরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান।

গ্রেফতার চারজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ আইন-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এনসিবি জানিয়েছে, এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি মাদকের উৎস এবং সরবরাহ নেটওয়ার্কের সামনের ও পিছনের যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সম্প্রতি মহারাষ্ট্র-র গোন্দিয়া জেলায় একটি বড় আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করে এনসিবি ৭০২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১০০টি প্যাকেটের মধ্যে ডিটারজেন্ট, টুথপেস্ট ও হেয়ার ডাইয়ের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর আড়ালে ওই গাঁজা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া মাদক ওড়িশা থেকে আনা হয়েছিল এবং নাগপুর, গন্ডিয়া, পুনে ও মুম্বই-ভিত্তিক বিভিন্ন মাদকচক্রের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল।

এছাড়াও, একটি পৃথক সিন্থেটিক মাদক পাচার মামলায় মুম্বইয়ের বিশেষ এনডিপিএস আদালত পাঁচজন দোষীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়েছে।

মূল অভিযুক্ত মোহাম্মদ আরিফ ইয়াকুব ভুজওয়ালা-কে ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া আরও তিনজনকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং একজনকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তদন্তে অভিযুক্ত পারভেজ খান-এর ১.৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দুটি অস্থাবর ও তিনটি স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে এনসিবি জানিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সাবান নাকি বডি সোপ, ত্বক পরিষ্কার জন্য কোনটা ভালো

রাস্তায় যাতায়াত বা মাঠে ঘাটে কাজ করার পর সাবান মাখলে শরীর একদম হালকা আর ঝরঝরে লাগে। তাছাড়া সাবানের দাম কম এবং এটি অনেকদিন ধরে চলে। সাবানের একটা মাইনাস পয়েন্ট হল, এটি মাখার পর ত্বক কিছুটা খসখসে বা শুষ্ক হয়ে যায়। কারণ ময়লা পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সাবান ত্বকের ভেতরের স্বাভাবিক তেলটাও টেনে বের করে নেয়। আমাদের চেনা সাবান খুব সহজেই ত্বকের গভীর থেকে সব ময়লা আর অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার করে দেয়। রাস্তায় যাতায়াত বা মাঠে ঘাটে কাজ করার পর সাবান মাখলে শরীর একদম হালকা আর ঝরঝরে লাগে। তাছাড়া সাবানের দাম কম এবং এটি অনেকদিন ধরে চলে। সাবানের একটা মাইনাস পয়েন্ট হল, এটি মাখার পর ত্বক কিছুটা খসখসে বা শুষ্ক হয়ে যায়। কারণ ময়লা পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সাবান ত্বকের ভেতরের স্বাভাবিক তেলটাও টেনে বের করে নেয়। আজকাল লিকুইড বডি ওয়াশ অনেকেই পছন্দ করেন। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি ত্বকের ময়লা পরিষ্কার করার পাশাপাশি ত্বককে নরম ও আর্দ রাখে। স্নানের পর ত্বক একদমই খসখসে লাগে না। এছাড়া বোতলে থাকে বলে বাড়ির সবাই আলাদা আলাদা ভাবে হাইজেনিক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

তবে বডি ওয়াশের দাম সাবানের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। আর এটি মাখার জন্য যে স্ক্রাবার বা লুফা ব্যবহার করা হয়, তা নিয়মিত পরিষ্কার না রাখলে তাতে জীবাণু জমে উল্টো ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। তাহলে আপনার জন্য কোনটা ভালো?

ময়লা পরিষ্কার করার কাজে সাবান এবং বডি ওয়াশ দুজনেই সমান ওস্তাদ। আসল তফাত হলো আপনার ত্বকের ধরনে: আপনার ত্বক যদি তৈলাক্ত হয় এবং বেশি ঘাম হয় তাহলে সাবান ব্যবহার করাই ভালো। এটি খুব সুন্দরভাবে তেল-ময়লা ধুয়ে দেবে। তবে চেষ্টা করবেন গ্লিসারিন যুক্ত বা একটু নরম সাবান কিনতে, যাতে ত্বক অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়।

আপনার ত্বক যদি শুষ্ক বা খসখসে হয়, তবে বডি ওয়াশ ব্যবহার করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এটি আপনার ত্বককে নরম আর মসৃণ রাখবে। গরমের দিনে বা বেশি ঘাম হলে সাবান মাখলে আরাম পাবেন, আর শীতকালে বা ত্বক শুষ্ক থাকলে বডি ওয়াশ মাখা বেশি ভালো।

ঘরেই তৈরি করুন অ্যাভোকাডো গাছ

অ্যাভোকাডো গাছের বীজ থেকে বাড়িতে সহজেই কীভাবে গাছ হবে জেনে নিন। সাধারণত ফলের পুষ্টিকর অংশটি খেয়ে আমরা বীজটি ফেলে দিই, কিন্তু সামান্য ধৈর্য্য ধরলেই সেই ফেলে দেওয়া বীজ থেকে ঘরের শোভা বাড়ানোর জন্য একটি চমৎকার সবুজ ইনডোর প্ল্যান্ট তৈরি করে ফেলা সম্ভব। জেনে নিন জল ও টবের মাটিতে কীভাবে ধাপে ধাপে বড় করে তুলবেন আপনার শখের এই গাছটিকে। অ্যাভোকাডো খেতে অনেকেই ভালোবাসেন কিন্তু এর পুষ্টিকর বীজটিকে বেশিরভাগ সময়েই আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হয়। তবে আপনি কি জানেন যে সামান্য একটু ধৈর্য ধরলেই এই ফেলে দেওয়া বীজ থেকেই একটি চমৎকার ইনডোর প্ল্যান্ট তৈরি করা সম্ভব? ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলার জন্য এই গাছটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং নিজের হাতে এটি তৈরি করার প্রক্রিয়াটিও বেশ মজার।

প্রথমে একটি পাকা অ্যাভোকাডো অর্ধেক কেটে ভেতরের বড় বীজটি সাবধানে বের করে নিয়ে জল দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। বীজটির গায়ে লেগে থাকা সমস্ত আঠালো অংশ পরিষ্কার করে নেওয়ার পর সেটিকে কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। একটি কাচের সুন্দর গ্লাস বা জারের মধ্যে পরিষ্কার জল ভরে নিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে পরবর্তী ধাপের জন্য।

এবার বীজটির চারপাশের মাঝ বরাবর তিনটে টুথপিক সামান্য গভীরতায় সমান দূরত্ব বজায় রেখে ভালো করে গেঁথে দিতে হবে। এই টুথপিকগুলোর সাহায্যে বীজটিকে জলের গ্লাসের ওপর এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে বসাতে হবে যাতে এর নিচের অর্ধেক অংশ ডুবে থাকে। ওপরের অংশটি যেন অবশ্যই জলের বাইরে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি কারণ তা না হলে বীজটি পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

টুথপিক সহ গ্লাসটিকে ঘরের এমন একটি উষ্ণ জায়গায় রাখতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উজ্জ্বল এবং পরোক্ষ সূর্য্যালোক বা ব্রাইট ইনডাইরেক্ট লাইট পাওয়া যায়। বীজটি থেকে নতুন শিকড় এবং কণ্ড গজাতে সাধারণত প্রায় ছয় সপ্তাহ বা দেড় মাসের মতো সময় লেগে থাকে। এই পুরো সময়টিতে পাত্রের জল শুকিয়ে গেলে নিয়মিত জল যোগ করতে হবে যাতে নিচের অংশটি সবসময় জলের সংস্পর্শে থাকে। যদি দুই মাস বা আট সপ্তাহের মধ্যেও বীজ থেকে কোনও অঙ্কুরোদগম না হয় তবে বুঝতে হবে সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন দেখা যাবে যে কণ্ডটি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়েছে তখন সেটিকে কেটে অর্ধেক করে দিতে হবে। এই ছাঁটাইয়ের ফলে গাছটি আরও বেশি ঝাঁকড়া, সতেজ ও মজবুত হয়ে ঘরের ভেতর বেড়ে ওঠার দারুণ সুযোগ পাবে।

যখন শিকড়গুলো বেশ ঘন ও শক্ত হয়ে যাবে এবং কাণ্ডে নতুন পাতা গজাতে শুরু করবে তখন গাছটিকে মাটিতে স্থানান্তরিত করতে হবে। একটি ভালো জল নিকাশি ছিদ্রযুক্ত প্রায় ১০ ইঞ্চির টব নিয়ে তাতে পুষ্টিকর ও হালকা দোআঁশ মাটি দিয়ে চারাটি রোপণ করুন। রোপণের সময় মনে রাখতে হবে যেন অ্যাভোকাডো বীজের অন্তত অর্ধেক অংশ মাটির ওপরে পুরোপুরি খোলা অবস্থায় বাতাসে থাকে। অ্যাভোকাডো গাছ আর্দ মাটি পছন্দ করলেও টবে জল জমে থাকা এর শিকড়ের জন্য ক্ষতিকর কারণ এতে মূল পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই টবের মাটি যখন পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে কেবল তখনই এতে পরিমাণমতো জল দেওয়া উচিত এবং অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গাছটি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শিকড়ের বিস্তারের জন্য সেটিকে আরও বড় কোনও টবে স্থানান্তরিত বা রিপোর্টিং করতে হবে। ঘরোয়া উপায়ে বীজ থেকে লাগানো এই গাছটিতে ফল আসতে প্রায় পাঁচ থেকে তেরো বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে। তবে ফল পাওয়ার দীর্ঘ অপেক্ষার চেয়েও ঘরের কোণে একটি সুন্দর সবুজ গাছকে নিজের হাতে বড় করে তোলার আনন্দটাই আলাদা অনুভূতি দেবে। শীতের দিনে গাছটিকে ঘরের ভেতরে রাখবেন। গরমের মরসুমে এটিকে বারান্দা বা ছাদে খোলা হাওয়াতেও রাখা যেতে পারে।

বিট নুন খেলে শরীরে কী কী ঘটে

জানেন বিট নুন খেলে শরীরে কী কী ঘটে?খাওয়াদাওয়ার একটু অনিয়ম হলেই বাঙালির গ্যাস-অম্বল হওয়াটা অত্যন্ত চেনা ছবি। বিট নুনের সবচেয়ে বড় কার্য্যকারিতা লুকিয়ে আছে এখানেই। এটি লিভার বা যকৃতকে উদ্দীপিত করে পিত্তরস (BILE) উৎপাদনে সাহায্য করে, যা খাবারকে দ্রুত হজম করায়। রসনা তৃপ্তিতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। আর সেই স্বাদে একটু বাড়তি টুইস্ট আনতে বিট নুনের ব্যবহার বেশ পুরনো। তবে সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য সচেতনদের মধ্যে সাধারণ সাদা নুন বাদ দিয়ে বিট নুন বা সন্দক নুন খাওয়ার এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নিয়মিত বিট নুন খেলে আমাদের শরীরে ঠিক কী কী পরিবর্তন ঘটে? এটি কি আসলেই সাধারণ নুনের চেয়ে বেশি উপকারী, নাকি এর পেছনে কোনও লুকিয়ে থাকা বিপদও আছে?

খাওয়াদাওয়ার একটু অনিয়ম হলেই বাঙালির গ্যাস-অম্বল হওয়াটা অত্যন্ত চেনা ছবি। বিট নুনের সবচেয়ে বড় কার্য্যকারিতা লুকিয়ে আছে এখানেই। এটি লিভার বা যকৃতকে উদ্দীপিত করে পিত্তরস (BILE) উৎপাদনে সাহায্য করে, যা খাবারকে দ্রুত হজম করায়। ভারী খাবার খাওয়ার পর বুক জ্বালাপোড়া বা পেট ফাঁপার সমস্যা হলে এক গ্লাস হালকা গরম জলে সামান্য বিট নুন ও লেবুর রস মিশিয়ে খেলে ওষুধের চেয়েও দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। সাধারণ সাদা নুন অতিরিক্ত মাত্রায় পরিশোধিত (Refined) হয় এবং এতে সোডিয়ামের পরিমাণ থাকে অত্যন্ত বেশি, যা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, বিট নুনে প্রাকৃতিকভাবেই সোডিয়ামের মাত্রা কিছুটা কম থাকে এবং এটি কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসারের রোগীরা পরিমিত পরিমাণে সাধারণ নুনের বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সুবিধা পান। অনেকেরই রাতে ঘুমানোর সময় বা হঠাৎ হাঁটার সময় পায়ের পেশিতে তীব্র টান ধরে। শরীরে পটাশিয়াম এবং ইলেক্ট্রোলাইটসের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে এমনটা হয়। বিট নুনে পটাশিয়ামের মতো জরুরি খনিজ উপাদান থাকে, যা পেশির তরল ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এই যন্ত্রণাদায়ক ক্র্যাম্পের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, বিট নুনে এক ধরণের হালকা রেচক বা ল্যাক্সেটিভ গুণ রয়েছে। এটি অন্ত্রের কার্যকারিতাকে সচল রাখতে এবং মল পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। নিয়মিত সকালে অল্প বিট নুন মিশ্রিত জল পানের অভ্যাস কোষ্ঠকাঠিন্যের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা দূর করতে অত্যন্ত কার্য্যকরী।

বিট নুনে থাকা প্রাকৃতিক খনিজগুলো শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর টক্সিন বা বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। রক্ত পরিশ্রুত হওয়ার কারণে ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয় এবং ব্রণর সমস্যাও অনেকটাই কমে যায়।

যেকোনও উপকারী জিনিসেরই অতিরিক্ত ব্যবহার উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করে। চিকিৎসকদের মতে, সম্পূর্ণভাবে সাদা নুন বন্ধ করে শুধু বিট নুন খাওয়া ডেকে আনতে পারে নতুন বিপদ। সাধারণ নুনের মতো বিট নুনে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়োডিন থাকে না। তাই শুধু বিট নুন খেলে শরীরে আয়োডিনের তীব্র অভাব দেখা দিতে পারে, যা থাইরয়েডের সমস্যা তৈরি করে। বিট নুনে বিভিন্ন ধরণের খনিজ উপাদান থাকে। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে এই খনিজগুলো ফিল্টার করতে কিডনির ওপর বাড়তি চাপ পড়ে, যা দীর্ঘমেয়াদে কিডনিতে পাথর জমার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সোডিয়াম কম থাকলেও বিট নুন একেবারে সোডিয়াম-মুক্ত নয়। তাই অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে এটিও হার্টের ক্ষতি করতে পারে।

এয়ার কুলারের আঁশটে গন্ধ কিভাবে দূর করবেন

এয়ার কুলার থেকে মাছের মত আঁশটে গন্ধ ছাড়ছে? দূর করার উপায় খুঁজছেন? গরমের মরশুমে ঘরকে সতেজ, শীতল রাখতে এয়ার কুলারের ভ্যাপসা ও আঁশটে দুর্গন্ধ দূর করার অত্যন্ত সহজ এবং কার্য্যকরী কিছু ঘরোয়া টিপস জেনে নিন এই প্রতিবেদনে।

এয়ার কুলারে আঁশটে দুর্গন্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হল দীর্ঘক্ষণ জমে থাকা নোংরা জল। তাই সবার আগে কুলারের জল পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি কারণ দীর্ঘদিনের জমা জলেই ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে। ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণ খালি করে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তাতে আবার পরিষ্কার এবং তাজা জল ভরে দিন।

শুধুমাত্র জল বদলালেই চলবে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কুলারের জলের ট্যাঙ্কে নানা খনিজ পদার্থ এবং ময়লা জমে শক্ত আস্তরণ তৈরি করে। তাই কোনও তরল সাবান ব্যবহার করে ট্যাঙ্কের ভেতরের অংশটি স্ক্রাব করে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। নিয়মিত ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাখলে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না এবং কুলারের কর্মক্ষমতাও বহু গুণ বেড়ে যায়।

কুলিং প্যাডগুলো ক্রমাগত জল শোষণ করার ফলে সেখানে অত্যন্ত দ্রুত ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয় যা ঘরে দুর্গন্ধ ছড়ায়। কুলার থেকে প্যাডগুলো সাবধানে বের করে নিয়ে ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে সম্পূর্ণ রোদে শুকিয়ে নিন। তবে প্যাডগুলো যদি অতিরিক্ত পুরনো কিংবা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে অবহেলা না করে সেগুলো দ্রুত বদলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জলের পাম্পটি কুলারের ভেতরে অনবরত জল সঞ্চালন করতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এর চারপাশেও প্রচুর ময়লা ও শ্যাওলা জমে। পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেটিকে কুলার থেকে বের করুন এবং জমে থাকা সমস্ত নোংরা ও আবর্জনা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন। পরিষ্কার পাম্প শুধু জলের সঠিক প্রবাহ বজায় রাখে না, বরং দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকারক উপাদানগুলোকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করে।

পুরো কুলারটি ভালো করে পরিষ্কার করা হয়ে গেলে ঘরের হাওয়াকে আরও সতেজ করতে পরিষ্কার জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে দিতে পারেন। লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক উপাদান ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে হালকা ও মনোরম অনুভূতি এনে দেয়। ঘরোয়া এই সহজ উপায়ের সাহায্যে এয়ার কুলারের ভেতরের সমস্ত ভ্যাপসা ও আঁশটে গন্ধ নিমেষেই দূর করা সম্ভব।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যানের ব্লেড এবং এয়ার ভেন্টে প্রচুর ধুলোবালি ও আর্দতা জমে এক ধরনের তীব্র দুর্গন্ধের সৃষ্টি করতে পারে। এই ময়লা জমে থাকলে কুলারের বাতাস ঠিকমতো ছড়াতে পারে না এবং ঘরের পরিবেশ দমবন্ধকর হয়ে ওঠে। তাই প্রতি সপ্তাহে একটি শুকনো বা হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে ফ্যানের ব্লেড এবং কুলারের ভেন্টগুলো নিয়মিত মুছে পরিষ্কার রাখুন।

এয়ার কুলার সবসময় এমন ঘরে চালানো উচিত যেখানে পর্যাপ্ত বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে, তাই ঘরের জানালা বা দরজা সবসময় সামান্য খোলা রাখুন। এর পাশাপাশি মাছের মত আঁশটে গন্ধ পাকাপাকিভাবে দূর করতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার জল পরিবর্তন এবং ট্যাঙ্কের রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই সাধারণ নিয়মগুলো মেনে চললে গ্রীষ্মের তীব্র গরমেও আপনার এয়ার কুলার সবসময় সতেজ, দুর্গন্ধহীন এবং চমৎকার ঠান্ডা হাওয়া দেবে।

মুখে সিরাম মাখা ভালো নাকি খারাপ

সিরাম সাধারণত ওয়াটার-বেসড বা হালকা হওয়ায় ত্বক চটচটে হয় না, যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। সোশাল মিডিয়ায় রিল বা ভিডিও দেখে অনেকেই না বুঝে ত্বকে সিরামের ব্যবহার শুরু করেন। চিকিৎসকদের মতে, এখানেই লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। আজকাল কাচের মতো চকচকে বা 'গ্লাস স্কিন' পাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সিরামের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকের ধরন এবং সমস্যা অনুযায়ী সঠিক সিরাম ব্যবহার করলে এটি ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে। তবে সঠিক নিয়ম না জানলে হিতে বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিও থেকে যায়। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ ক্রিম বা লোশনের তুলনায় সিরামের অণু অনেক ক্ষুদ্র হয়। ফলে এটি ত্বকের গভীরে খুব দ্রুত প্রবেশ করতে পারে। ব্রণ, মেচেতা, বয়সের ছাপ কিংবা ত্বকের কালচে ছোপ দূর করার জন্য নির্দিষ্ট সিরাম (যেমন- ভিটামিন সি, রেটিনল, বা নিয়াসিনামাইড) অত্যন্ত কার্য্যকর। হায়ালরোনিক অ্যাসিড যুক্ত সিরাম শুষ্ক ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেটেড ও প্রাণবন্ত রাখে। সিরাম সাধারণত ওয়াটার-বেসড বা হালকা হওয়ায় ত্বক চটচটে হয় না, যা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। সোশাল মিডিয়ায় রিল বা ভিডিও দেখে অনেকেই না বুঝে ত্বকে সিরামের ব্যবহার শুরু করেন। চিকিৎসকদের মতে, এখানেই লুকিয়ে রয়েছে বিপদ।

ভুল সিরাম বা অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টস (যেমন অতিরিক্ত রেটিনল বা এএইচএ/বিএইচএ) ব্যবহার করলে ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, জ্বালাপোড়া বা ব্রণ বেড়ে যাওয়ার সমস্যা হতে পারে। ভিটামিন সি বা রেটিনল ব্যবহারের পর দিনের বেলা বাইরে বেরোলে ত্বক সহজেই রোদে পুড়ে যেতে পারে, যদি না সঠিক সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। সংবেদনশীল ত্বকে সব সিরাম সহ্য হয় না। না বুঝে ব্যবহার করলে ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কী করবেন আর কী করবেন না? সিরাম অবশ্যই ভালো, তবে তা ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। অন্ধভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ না করে নিজের ত্বকের প্রয়োজনটা বোঝা জরুরি। যেকোনও নতুন সিরাম মুখে লাগানোর আগে কানের পেছনে বা হাতের ত্বকে লাগিয়ে ২৪ ঘণ্টা দেখে নিন কোনো অ্যালার্জি হচ্ছে কিনা। সাধারণত রাতে সিরাম ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ। আর দিনের বেলা সিরাম লাগালে অবশ্যই ভালো মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে, মুখে সিরাম মাখা মোটেও খারাপ নয়, বরং অত্যন্ত উপকারী। তবে তা হতে হবে নিয়ম মেনে এবং নিজের ত্বকের প্রকৃতি বুঝে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তবেই রূপটানের ঝুলিতে সিরাম যোগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তীব্র গরমে কিছু জরুরি নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত প্রয়োজন

তীব্র গরমে সুস্থ থাকার সহজ উপায় খুঁজছেন? জুন মাসের এই ভ্যাপসা গরমে ও তীব্র দাবদাহে শরীর ঠান্ডা রাখতে এবং রোগবালাই থেকে দূরে থাকতে কিছু জরুরি নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত প্রয়োজন, যা আপনাকে রাখবে চনমনে ও ফিট।

রোদের তীব্রতা থেকে বাঁচতে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। এই সময়ে জরুরি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হলে ছাতা, সানগ্লাস কিংবা টুপি ব্যবহার করতে ভুলবেন না একেবারেই। এছাড়া বাইরে বের হওয়ার অন্তত ২০ মিনিট আগে ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক সানস্ক্রিন ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রচণ্ড গরম থেকে ঘরে ফিরেই হুট করে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়া কিংবা সঙ্গে সঙ্গে স্নান করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এই অসচেতনতার কারণে সর্দি-কাশি বা ঠান্ডা লাগার মতো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। শরীরকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে তারপর জল পান করা বা হাত-মুখ ধোয়া উচিত।

গরমের ক্লান্তি দূর করতে এবং শরীরকে ভেতর থেকে শীতল রাখতে কোল্ড ফুট বাথ একটি দারুণ কার্য্যকরী উপায় হতে পারে। একটি বড় গামলায় ঠান্ডা জল ও বরফের টুকরো নিয়ে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে থাকলে চমৎকার আরাম পাওয়া যায়। এই জলের সঙ্গে সামান্য পিপারমিন্ট অ্যাসেন্সিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিলে রিফ্রেশিং ভাব আরও বাড়ে।

গ্রীষ্মের এই মরশুমে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বাড়তি নজর দেওয়া উচিত। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস জীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। সুস্থ থাকতে অলসতা কাটিয়ে সবসময় নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শরীরে জলের ঘাটতি বা ডিহাইড্রেশন রোধ করতে সারাদিনে অন্তত ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করা বাধ্যতামূলক। শরীর পর্যাপ্ত হাইড্রেটেড থাকলে ক্লান্তিভাব অনেকটাই কমে যায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। তাই কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়ম করে জল পানের কথা ভুলে যাওয়া চলবে না।

এই তীব্র দাবদাহে আরাম পেতে ঢিলেঢালা এবং হালকা রঙের সুতির পোশাক পরিধান করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। গাঢ় রঙের পোশাক তাপ শোষণ করে শরীরকে বেশি উত্তপ্ত করে তোলে, তাই হালকা রঙ বেছে নেওয়াই শ্রেয়। আঁটসাঁট পোশাক এড়িয়ে চললে ত্বকে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং স্বস্তি মেলে।

গরমের দিনে চর্বিযুক্ত ও অতিরিক্ত মসলাদার খাবার এড়িয়ে খাদ্যতালিকায় জলীয় অংশ বেশি থাকা ফল ও সবজি রাখা উচিত। তরমুজ, শসা, জামরুল বা ঝিঙের মতো খাবার শরীরকে ঠান্ডা রাখতে এবং জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া প্রতিদিনের পাতে টকদই, দইয়ের শরবত বা রায়তা রাখলে তা স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী হয়।

শরীরকে সম্পূর্ণ চনমনে ও সতেজ রাখতে দৈনিক অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুমের কোনও বিকল্প নেই। গরমের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে শোবার ঘরটিকে যতটা সম্ভব ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি শরীরকে সচল ও রোগমুক্ত রাখতে নিয়মিত সকালে বা সন্ধ্যায় হালকা ব্যায়াম ও হাঁটাচলা করা প্রয়োজন।

গাছের ব্যথায়, পেরেক কাঁদে

রতন দাস

ছোট্ট একটি দুষ্ট ছেলে, পেরেক মারে গাছে,
ব্যথায় মরে গাছের প্রাণ, পেরেক কাঁদে পাছে।
গাছে অবাক হতবম্বা, প্রশ্ন ছোড়ে তাই,
আমার ব্যথায় কাঁদছো তুমি, একি কান্ড ভাই।
পেরেক বলে যে আঘাতটা, তোমায় করলো ক্ষত,
এমন ব্যথা সইতাম ভালো, হলেও না শত শত।
আমার ব্যথা কিবায় বলি, ঘরে শত্রুর বাস,
আমার জাতি আমায় মারে, দুঃখ হয়না নাশ।
পেরেক- হাতুড়ি একই জাতি, একই জাতের ভাই,
কেমনে সইবে এমন ব্যথা, দুঃখ কিআর তাই।
সইতাম ভালো অন্যে যদি, বুকে বাঁধতো কিল,
আমি লোহা, সেও লোহা, জন্মেও কি মিল।
সৃষ্টি মোদের মার পিটিয়ে, কামার জন্ম দাতা,
কর্মে লেখা সইবো আঘাত, লৌহ মোদের মাতা।
তাইতো চোখে অশ্রুসজল, কান্নায় ভাঙে বুক,
গাছের ব্যাথায় নিজেও কাঁদি, কই লোকাবো মুখ।

এনইসি-র ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

অনেকটাই অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি জানান, গত ১২ বছরে রেল, সড়ক এবং বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এর ফলে দিল্লি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন কমেছে, তেমনি মানুষের হৃদয়ের দূরত্বও অনেকাংশে দূর হয়েছে। উত্তর-পূর্বের অবকাঠামো উন্নয়নে মোদী সরকারের সময়কালে বহু গুণ অগ্রগতি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।অমিত শাহ বলেন, 'হোল অব দ্য গভর্নমেন্ট' পদ্ধতিতে কেন্দ্র সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে সংবেদনশীলতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করেছে। আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈচিত্র্য বিশ্বদরবারে তার অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। একসময় যে অঞ্চল সংঘাতের জন্য পরিচিত ছিল, আজ তা সহাবস্থান, সম্প্রীতি এবং সুযোগের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বে ২০০-রও বেশি জনজাতি, প্রায় ২০০টি ভাষা ও উপভাষা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাকের ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও আরও শক্তিশালী করা সকলের দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'অষ্টলক্ষ্মী' ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'অ্যাক্ট ইস্ট', 'অ্যাক্ট ফার্স' এবং 'অ্যাক্ট ফাস্ট' নীতিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার সফল হয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র বাজেট বরাদ্দ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের উপর কঠোর নজরদারি। মোদী সরকারের ১২ বছরে এই তিনটি ক্ষেত্রেই সফলতা এসেছে।

অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলিকে শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। আগামী দিনের উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হওয়া উচিত এই সুপারিশসমূহ।তিনি জানান, 'রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এর মাধ্যমে প্রায় ৪.২৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। অসমে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প, নামরূপ অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া কমপ্লেক্স এবং উত্তর-পূর্বকে স্বাস্থ্যসেবার আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ এই অঞ্চলের উন্নয়নকে নতুন গতি দিয়েছে।

সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে নিয়মিতভাবে এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। পাশাপাশি গুয়াহাটি, ইম্ফল ও আগরতলাকে মাল্টিমোডাল লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করার আহ্বান জানান।

কৃষি ও পশুপালন প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে মাছ, ডিম এবং দুধ উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে হবে। উদ্বৃত্ত উৎপাদন দেশের অন্যান্য অংশে সরবরাহ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন পথ খুলে দেওয়া সম্ভব। তিনি জানান, জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্রতি বছর ৫০ হাজারেরও বেশি দুধেল পশু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সরবরাহের লক্ষ্য নিয়েছে এবং দুধ সংগ্রহ ও বিপণনের জন্য শক্তিশালী সমবায় কাঠামো গড়ে তোলা হবে।তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে জলসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উত্তর-পূর্ব পরিষদকে কেবল তহবিল বণ্টনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং কৌশলগত পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।অমিত শাহ আরও বলেন, সাব্রুম স্থল বন্দর চালুর মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত।সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বের একটি ভাষা বা উপভাষাও হারিয়ে গেলে তা গোটা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তাই এই অঞ্চলের স্বকীয় পরিচয় রক্ষায় সব রাজ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন উদ্যোগ (পিএম-ডিভাইন)-এর আওতায় অসম ও ত্রিপুরায় ৬৫ কোটি টাকার ক্লাস্টার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ২১৫টি কৃষিপণ্য ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য জিআই (জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন) ট্যাগ পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। প্রতিটি রাজ্যে এ বিষয়ে পৃথক টাস্ক ফোর্স গঠনেরও পরামর্শ দেন তিনি।

মাদকবিরোধী লড়াইয়ের প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার ও মাদকাসক্তি নির্মূলে কেন্দ্র সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী, শিশু ও দরিদ্রদের অধিকার সুরক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিচার ব্যবস্থার প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

তিনি জানান, গত ১২ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ৮৬ শতাংশ কমেছে, যা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সাফল্য।ডিজিটাল অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা নিয়ে অমিত শাহ বলেন, উত্তর-পূর্বের যুবসমাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (জ্জ), ডেটা অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিং এবং ব্লকচেইনের মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি উত্তর-পূর্বকে আইটি শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, ডেটা সেন্টার এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল আগামী দিনে ভারতের অন্যতম প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, রাজ্যের বাইরে রোগী রেফারেলের সংখ্যা ৮০ শতাংশ কমেছে। একই সঙ্গে গত চার বছরে এমবিবিএস আসন সংখ্যা ২২৫ থেকে বেড়ে ৫৫০ এবং স্নাতকোত্তর আসন সংখ্যা ৮৫ থেকে ১৯৬-এ উন্নীত হয়েছে।পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড -কে গুণগত মান বজায় রেখে সড়ক নির্মাণের আহ্বান জানান। পাশাপাশি চুরাইবাড়ি-মুগাইকামি, আগরতলা-উদয়পুর এবং উদয়পুর-অমরপুর সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার দাবি জানান।তিনি বলেন, আগরতলা-চট্টগ্রাম সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর পাশাপাশি আগরতলা বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ এবং উড়ান প্রকল্পের আওতায় কৈলাসহর বিমানবন্দর চালুর বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। এছাড়া বদরপুর-সাব্রুম ডাবল লাইন রেল প্রকল্পের দ্রুত সূচনা, সাব্রুম পর্যন্ত বৈদ্যুতিক যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু এবং আগরতলা-গুয়াহাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালুরও দাবি জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অর্থ মন্ত্রক ত্রিপুরার জন্য বহিঃসহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প -এর অর্থায়নে ৪,১৪৬ কোটি টাকার সীমা নির্ধারণ করেছে। রাজ্যের পাইপলাইনে থাকা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের স্বার্থে এই সীমা বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা করার অনুরোধ জানান তিনি।একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন উদ্যোগ -এর আওতায় একটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক এবং একটি ওয়ার্ল্ড স্কিল সেন্টার স্থাপনের দাবি জানান। এছাড়া যোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশে রাজ্যের জন্য রাজস্ব ঘাটতি অনুদান না থাকায় 'প্রাইড অব হিলস' প্রকল্পের বরাদ্দ বার্ষিক ৩,৪৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৬,০০০ কোটি টাকা করার আবেদন জানান।উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক ও চেয়ারম্যান হিসেবে ডা. সাহা বিভিন্ন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।অধিবেশনে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের 'সবুজ শিল্প কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা, একটি 'ইস্টার্ন স্টার্টআপ করিডর' গঠন, 'নর্থ ইস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রি ট্রেড অথরিটি' প্রতিষ্ঠা, সীমান্তভিত্তিক শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন, সব রাজ্যে ক্যাম্পাসসহ 'নর্থ ইস্ট স্কিলস ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠা, পর্যটন শিল্পের প্রসার এবং সামাজিক অংশগ্রহণভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রস্তাবও তুলে ধরেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আঞ্চলিক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

রঞ্জিত

● প্রথম পাতার পর

চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার সুযোগ এনে দেবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সরকারের আশ্বাসে

● প্রথম পাতার পর

অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ত্রিপুরা সফরের দিনই এই কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা ছিল।

পুনর্বাসন সংক্রান্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনের আওতায় সুবিধা প্রদান। এ প্রসঙ্গে সুভাষীষ দাস জানান, প্রকল্পটির আওতায় প্রথমে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে রাবার চাষের অনুমোদন মিললেও পরে তা বাড়িয়ে ৬৯ হাজার হেক্টর করা হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়নি।তিনি বলেন, সম্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে নাবার্ডের কাছে অতিরিক্ত তহবিলের আবেদন জানিয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন জঙ্গিদের পুনর্বাসন ও জীবিকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে আগামী ৯ জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি। ওই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি প্রাক্তন জঙ্গিদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।সরকারি মহলের আশা, ধারাবাহিক আলোচনা এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব হবে। পাশাপাশি আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন জঙ্গিদের জন্য টেকসই পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগও নিশ্চিত করা যাবে।

বর্ষার আগমন

● প্রথম পাতার পর

দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বর্ষার নিয়মিত অগ্রগতি কৃষিকাজে নতুন গতি আনবে এবং খরিফ শস্য চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা বর্ষার অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ, বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই বহু অঞ্চলে কৃষিকাজ পরিচালিত হয়।এদিকে, তীব্র দাবদাহে যখন মানুষ কার্যত হাঁসফাঁস অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন বর্ষার আগমনের এই খবর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। শহর থেকে গ্রামসর্বত্র এখন একটাই প্রত্যাশা, কবে নামবে প্রথম বর্ষার বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে আশার আলো দেখছেন সাধারণ মানুষ। অনেকের মতে, এই বর্ষার আগমনের সংবাদ যেন প্রকৃতির পক্ষ থেকে এক স্বস্তির বার্তা, যা দীর্ঘ গরমের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করছে।বর্ষা শুধু বৃষ্টিই নিয়ে আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন প্রাণশক্তি, কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা এবং প্রকৃতির নবজাগরণের বার্তা। শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়, তৃষ্ণার্ত মাটি এবং গরমে ক্লান্ত মানুষের কাছে বর্ষার আগমন তাই এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের নজর মৌসুমি বায়ুর পরবর্তী অগ্রগতির দিকে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দেশের আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্ষা পৌঁছে যাবে। ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি তাপমাত্রাও কিছুটা কমতে পারে।

কেরলে বর্ষার আগমনের মধ্য দিয়ে দেশের আবহাওয়ায় এক নতুন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তীব্র গরম ও দাবদাহে অতিষ্ঠ মানুষের কাছে এই খবর নিঃসন্দেহে এক স্বস্তিদায়ক বার্তা।

কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।

সেখানে বিএসএফ আবাসিক কমপ্লেক্স, কোয়ার্টার গার্ড কমপ্লেক্স এবং এনডিআরএফ রিজিওনাল রেসপন্স সেন্টারের ই-শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন তিনি। এছাড়াও আগরতলার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে টাটা গ্রুপের তত্ত্বাবধানে নির্মিতব্য বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল 'তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস'-এর শিলান্যাস করবেন।এরপর বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে তিনি আগরতলার শালবাগানস্থিত বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরে সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেবেন। বৈঠকে সীমান্ত সুরক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, সীমান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সীমান্তবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে রাজ্যের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা মহলে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। সফরকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

PNIeT NO- 07/EE/PWD(DWS)/AMB/2026-27

Single bid percentage rate e-tender is invited for 06(Six) Nos. tender viz. Mtc of Burnt Motor & different capacity of pumps & Providing & fitting fixing of Electrical appliances (Spare Parts) for existing DTW Schemes of Ambassa, Manu and Raishyabari RD Block under DWS Division, Ambassa.

Last date & time for online Bidding: 10-06-2026 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email- dwsdhalaiambassa@gmail.com

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. R. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-673/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from reputed and authorized vendors/Co-operative Societies/MARKFED for the procurement of 02 (two) Desktop Computers for official use of the Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Limited (TMCDCL), Lake Chowmuhani. Agartala, West Tripura. The bidders should have experience in supplying IT equipment to Government offices.

Brand: HP/HCL/LENOVO
Display: 24-icnh, LED Monitor
Processor: Intel Core i5,(13th Generation or above)
RAM: 16 GB
Storage: Minimum 512 GB SSD
Accessories: Standard USB Keyboard & Mouse
Operating System: Pre-installed licensed OS (Windows 11 or above)
Ports: 4 USB Ports, 1 HDMI Port. 1 VGA Port & Audio Ports
Connectivity: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Minimum Warranty: 1 Year

The rate should be quoted both in figures and words in the prescribed proforma obtainable from the office of the undersigned. The quotation must be accompanied by all relevant valid documents.

The quotation should be submitted in a sealed envelope superscribed "Quotation for Supply of Desktop Computers" and addressed to the General Manager, Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Limited, Lake Chowmuhani, Agartala, West Tripura. The sealed quotation may be dropped in the designated quotation box kept in the office of the undersigned during office hours (excluding Government holidays) from 04/06/2026 to 12/06/2026.

The quotations will be opened on 12/06/2026 at 4:00 PM in the office chamber of the undersigned in the presence of the bidders or their authorized representatives who wish to remain present.

Saurabh Al Aman
General Manager,
Tripura Minorities Cooperative
Development Corporation Limited

ICA/C-663/26

NOTICE INVITING e-TENDER

NIet. NO: No.F.21 (3) Agri (SS)/2026-27/2586 dated 02.06.2026.

The Department of Agriculture & Farmers Welfare, Tripura invites limited e-Tender in two bid system with item-wise contract type through website http://tripuratenders.gov.in for Supply of Certified Blackgram Seed for the year 2026-27.

Details may be obtained from http://tripuratenders.gov.in

Name of works- Supply of Certified Blackgram Seed for the year 2026-27.

Estimated Cost- Rs. 274.00 lakh/- (Rupees two crore seventy four lakh) only.

Bid Submission end date - 09-06-2026.

Bid opening date 10-06-2026.

(Dr. P.B. Jamatia)
Director of Agriculture Tripura

ICA/C-666/26

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের ০৫-০৬-২০২৬ তারিখে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পরিদর্শন উপলক্ষে সকাল ০৭:০০ ঘটিকা থেকে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের গোমতী জেলা ত্যাগ করা পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিকল্প রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে:-

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে আগরতলা যাওয়ার যানবাহনের জন্য:- দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে আগরতলাগামী সকল যানবাহন গর্জি থেকে তুলামুড়া, কাকড়াবন, মেলাঘর, বিশ্রামগঞ্জ হয়ে আগরতলা রাস্তা ব্যবহার করবে।

২। আগরতলা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা যাওয়ার যানবাহনের জন্য:-আগরতলা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাগামী সকল যানবাহন বিশ্রামগঞ্জ থেকে মেলাঘর, কাকড়াবন, তুলামুড়া, গর্জি হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা রাস্তা ব্যবহার করবে।

৩। অমরপুর থেকে আগরতলা যাওয়ার যানবাহনের জন্য:- অমরপুর থেকে আগরতলাগামী সকল যানবাহন ড্রপগেট মার্কেট থেকে ধনিসাগর পাড়, জেল রোড, নিউ টাউন রোড, ছনবন ব্রিজ হয়ে আগরতলা রাস্তা ব্যবহার করবে।

৪। আগরতলা থেকে অমরপুর যাওয়ার যানবাহনের জন্য:- আগরতলা থেকে অমরপুরগামী সকল যানবাহন সুভাষ ব্রিজ, ছনবন, সেন্ট্রাল রোড, পোল্ট্রি রোড, ড্রপগেট মার্কেট হয়ে অমরপুর রাস্তা ব্যবহার করবে।

৫। মেলাঘর দিক থেকে উদয়পুর যাওয়ার যানবাহনের জন্য:- মেলাঘর, কিশোরগঞ্জ থেকে শিলঘাটি, টেপানিয়া হয়ে উদয়পুর এবং বিপরীত দিকেও একই রাস্তা ব্যবহার করবে।

৬। কাকড়াবন দিক থেকে উদয়পুর যাওয়ার যানবাহনের জন্য:- কাকড়াবন থেকে কিশোরগঞ্জ, শিলঘাটি, টেপানিয়া হয়ে উদয়পুর এবং বিপরীত দিকেও একই রাস্তা ব্যবহার করবে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা
গোমতী জেলা, উদয়পুর

ICA/D-282/26

NIT No.:-e-PT-I/EE/RDSD/2026-27 DATED 27/05/2026

The Executive Engineer, RD Store Division Agartala, West Tripura invites e-tender (Two Bid) from eligible bidders upto 17/06/2026 (3.00 PM) for "Procurement of ISI marked (Portland Pozzolana Cement) (IS: 1489: Part-1:2015) along with latest revision and amendment if any/Portland Slag Cement (IS:455:2015, along with latest revision and amendment if any/ Ordinary Portland Cement (IS:269:2015 along with latest revision and amendment if any, Grade -43). Quantity :- 62900MT For details, visit website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
RD Store Division
Agartala

ICA/C-678/26

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

Ref:- Santirbazar PS GDE No. 10 Dated:- 27-05-2026

পাশের ছবিটি শ্রীমতী ঊষা রানী দাস (সরকার), বয়স- ৩৩ বছর, স্বামী- শ্রী সঞ্জিত সরকার, সাং- গারদাং, থানা- শান্তিরবাজার, জেলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা। উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং-শ্যামলা, গঠন মাঝারি, পরনে লাল ও কালো রঙের শাড়ি।

গত ২৬-০৫-২০২৬ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় সময় তিনি নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যান। পরবর্তীতে তিনি আর বাড়িতে ফিরিয়া আসেন নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানা/ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

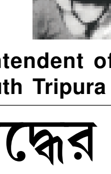

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস.পি. (ডি.আই.বি.) কন্টোল, দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া
ফোন নম্বর:- ০৩৮২৩-২২২০৫২

২) অফিসার-ইন-চার্জ, শান্তিরবাজার থানা
ফোন নম্বর:- ৯৪০২৩৭৩৭৯৭

Superintendent of Police
South Tripura District

ICA/D-288/26

৭১ বছরের বৃদ্ধের

● প্রথম পাতার পর

ধরনের প্রতিবন্ধী ভাতা পাননি। এমনকি ৭১ বছর বয়স অতিক্রম করলেও এখনও বৃদ্ধভাতার আওতায় আসতে পারেননি।

বর্তমানে তাঁর পরিবারে ছয়জন সদস্য রয়েছেন। পরিবারের এক ছেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন এবং অন্য ছেলে গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। সীমিত আয়ের এই পরিবারের ওপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে বীরেন্দ্রবাবুর চিকিৎসার খরচ। পরিবারের দাবি, তাঁর ওষুধের পেছনেই প্রতি মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হয়।

বীরেন্দ্র মালাকার জানান, ভাতার জন্য তিনি বালিগাঁও পঞ্চায়েতে তিনবার এবং সালেমা সিডিপিও কার্যালয়ে তিনবার আবেদন জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সাড়া পাননি। ফলে বারবার আবেদন করেও সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

এলাকাবাসীর একাংশেরও দাবি, প্রকৃত সুবিধাভোগীদের দ্রুত সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনা উচিত। বিশেষ করে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রশাসনের আরও সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন।

অসহায় অবস্থায় থাকা বীরেন্দ্র মালাকার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত ভাতা প্রদানের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর আশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-06/EE/DWS/JRN/2026-27, Dated-02/06/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No:03/CE/ PWD(DWS)/2025-26	6,91,98,899.00	13,84,000.00	365 Days	Rs. 10,000	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 02/06/2026 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-22/06/2026 upto 15.00 hours.
Last Date of Receipt of Pre- Bid Query- 11/06/2026 upto 17.30 Hrs
Date of online Pre-Bid meeting in VC Mood- 12/06/2026 Time 11.30 am.
Address of Pre-Bid Meeting in VC Mood- https://meet.google.com/kix-cxLL-VAC
O/O The Executive Engineer, PWD (DWS) Division, Jirania, Ranirbazar.
Date and Time for Opening of Technical Bid-22/06/2026 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

(Er. Jibesh Debbarina)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division,
Jirania Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-674/26

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে এবং শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে।তিনি অভিযোগ করে বলেন, রাহুল সরকার, রুবেল সরকার এবং গীতা বিশ্বাস সরকারের বিরুদ্ধে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। একইসঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ভবিষ্যতে তাঁর কোনো ধরনের ক্ষতি বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার জন্য অভিযুক্তরাই দায়ী থাকবে। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

মানবাধিকার কমিশন

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগগুলি সত্য হলে তা রোগীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাই ঘটনার বিষয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।কমিশনের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিবেদন ও আদেশের অনুলিপি স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৩ জুলাই। অন্যদিকে, আইজিএম হাসপাতালে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুর ঘটনাতেও পৃথকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে মানবাধিকার কমিশন। ৩০ মে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, হাসপাতালে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি এবং চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকেও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তোলা হয়। এই অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে কমিশন জানায়, ঘটনাটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের আগে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিবেদন ও আদেশের অনুলিপি স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছে পাঠিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। এই মামলারও পরবর্তী শুনানি আগামী ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরও জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিবেশ সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: অর্পণ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতা মূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ রাজধানী আগরতলার শহরে এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'অর্পণ'সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে " ওয়াক ফর ইউর প্লানেট " শীর্ষক পরিবেশ সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীউজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানী বিভিন্ন পথ ঘুরে পুনরায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে গিয়ে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন অর্পণ সোসাইটি সম্পাদক ড. বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য ও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আইজিডিসি প্রজেক্টর সিইউ এস প্রভু সহ অন্যান্যরা। এদিন পরিবেশ সচেতনতা মূলক এই রেলিতে ব্যাপক সংখ্যক পরিবেশপ্রেমী মানুষজন অংশগ্রহণ করেন।

নিখোঁজ ছেলে

● প্রথম পাতার পর

নেই।প্রথমে বাড়িতে ফিরে আসা ব্যক্তিকে চিনতে পারেননি বৃদ্ধ বাবা। তবে ছোটবেলায় কপালে কেটে যাওয়া একটি স্থায়ী দাগ দেখে নিশ্চিত হন যে তিনিই তাঁর হারিয়ে যাওয়া ছেলে বিপ্রজিত। এরপর বাবা-ছেলের আবেগঘন পুনর্মিলনের দৃশ্য উপস্থিত সকলকে আপ্লুত করে তোলে।

অন্যদিকে, বিপ্রজিত দাস জানান, ১৪ বছর বয়সে জীবিকার সন্ধানে বাড়ি ছেড়ে প্রথমে আসামে যান। পরে মুম্বাই এবং সেখান থেকে পাঞ্জাবের পাটিয়ালায় গিয়ে বিভিন্ন কাজ শিখে দীর্ঘদিন সেখানেই কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে গাড়িচালক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, "অনেকবার বাড়ি ফেরার কথা ভেবেছি। কিন্তু এক ধরনের অজানা ভয় ও সংকোচ আমাকে আটকে রেখেছিল। মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারছিলাম না।"সম্প্রতি মুসৌরিতে গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎ করেই পরিবারের কথা মনে পড়ে যায়। এরপর আর দেরি না করে ট্রেনে চেপে ধর্মনগরে পৌঁছান। সেখান থেকে পানিসাগর বাজারে এসে স্থানীয় গাড়িচালকদের কাছে নিজের বাবা, দাদু ও কাকার নাম-পরিচয় জানালে এক গাড়িচালক তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন। দীর্ঘ বছর পর বাড়ি ফিরে মাকে না পেলেও বাবা ও বোনদের সঙ্গে দেখা করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিপ্রজিত। দীর্ঘদিন ভিনরাজ্যে থাকার কারণে বাংলায় কথা বলতে কিছুটা অসুবিধা হলেও শিগগিরই মাতৃভাষায় সাবলীল হয়ে উঠবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি বাবার সঙ্গে নিজ বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছার কথাও জানান। ৩২ বছর পর বিপ্রজিতের প্রত্যাবর্তনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের শত শত মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে ভিড় জমান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পাওয়ার এই ঘটনায় পেকুছড়া গ্রামজুড়ে এখন উৎসবের আবহ বিরাজ করছে।

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়ে এই সুপারিশগুলি তৈরি করা হয়েছে।

সিন্ধিয়া বলেন, সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় গঠিত এই টাস্ক ফোর্সগুলির লক্ষ্য ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের একটি সমন্বিত রূপরেখা তৈরি করা এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে অঞ্চলটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিশ্চিত করা।

তিনি জানান, টাস্ক ফোর্সগুলির সুপারিশ শীঘ্রই এনইসি-র চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি, সুপারিশগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

ডোনার মন্ত্রকের সাম্প্রতিক সাফল্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে যেখানে মন্ত্রকের ব্যয় ছিল প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা, সেখানে গত দুই বছরে তা বেড়ে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। চলতি অর্থবর্ষে মন্ত্রকের জন্য ৬,৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত তহবিল ছাড়ের জন্য একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সিন্ধিয়া বলেন, 'রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ ১০০-রও বেশি দেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধির অংশগ্রহণে প্রায় ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালের মে মাসে আয়োজিত ওই সম্মেলনের পর ইতিমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার প্রতিফলন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তিনি জানান, গত ১৫ মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১৩১টি নতুন ব্যাংক শাখা চালু হয়েছে এবং আগে ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকা ৬,৫০০টি গ্রামকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের হার প্রায় ৯০ শতাংশে পৌঁছেছে।

ছাত্র-যুব উন্নয়ন কর্মসূচির প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'অষ্টলক্ষ্মী দর্শন স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম' এবং ইসরো এক্সপোজার ভিজিটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অনন্য সুযোগ পেয়েছে।

পর্যটন খাতের উন্নয়ন নিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্য জুড়ে আইকনিক পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র্য এবং অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের সম্ভাবনাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হবে। সিন্ধিয়া বিশেষভাবে ত্রিপুরার মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট এবং মেঘালয়ের সোহরা পর্যটন সার্কিট প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুবিধা, সংযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং স্থানীয় মানুষের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

'ওয়ান স্টেট, ওয়ান প্রোডাক্ট' উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, প্রতিটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে একটি করে বিশেষ পণ্য বা খাত চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে মেঘালয়ের লাকাডং হলুদ, অসমের মুগা সিল্ক, অরুণাচল প্রদেশের কিউই, ত্রিপুরার কুইন আনারস এবং সিকিমের জৈব কৃষি।এই উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত মূল্যশৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা, ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিং উন্নত করা, রপ্তানি বাড়ানো এবং কৃষক, কারিগর ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সিন্ধিয়ার মতে, প্রতিটি রাজ্যের স্বতন্ত্র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক মানের ব্র্যান্ড গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সবশেষে তিনি বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যাংকিং সম্প্রসারণ, পর্যটন, লজিস্টিকস এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর অঞ্চলে পরিণত করার ভিত্তি তৈরি করছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উত্তর-পূর্ব আগামী দিনে ভারতের অন্যতম প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আজ উদয়পুরে নো-ফ্লাই জোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামীকাল উদয়পুর সফরে আসছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে আগামীকাল ৫ জুন, ২০২৬ (সারাদিন) উদয়পুর মহকুমাকে ড্রোন অথবা অন্যান্য উড়ন্ত বস্তুর জন্য (হস্তচালিত অথবা স্বয়ংক্রিয়) "নো-ফ্লাই জোন" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গোমতী জেলার জেলাশাসক বিএনএসএস এর ১৬৩ ধারায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। পালাটানাস্থিত ওটিপিসি"র হেলিপ্যাড নো-ফ্লাই জোনের বাইরে থাকবে। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, কোন ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 3 05-06-2026, 01:17

মণিপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে নিহত হাবিলদার, গ্রেপ্তার ৬ জঙ্গি; বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

ইম্ফল, ৪ জুন (আইএএনএস): মণিপুরে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় এক মাদক পাচারকারীর ছুরিকাঘাতে রাজ্য পুলিশের এক হাবিলদার নিহত হয়েছেন। একইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পৃথক অভিযানে ছয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার থৌবাল জেলার কমান্ডো ইউনিট (সিডিও)-এর একটি দল মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় আটক ব্যক্তিদের একজন, ২৫ বছর বয়সী মোহাম্মদ নাওবি ওরফে মাহিল, হঠাৎই মণিপুর রাইফেলস-এর চতুর্থ ব্যাটালিয়নের হাবিলদার সুরেশ সিংয়ের উপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে থৌবাল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হামলার পর অভিযুক্ত নাওবি এবং অপর আটক ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার মূল অভিযুক্ত নাওবিকে গ্রেপ্তার করে থৌবাল জেলা পুলিশ। অপর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

নিহত সুরেশ সিং থৌবাল জেলার পুলিশ কমান্ডো ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মণিপুর পুলিশ কমান্ডো ইউনিট বা সিডিও রাজ্য পুলিশের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনী, যারা সন্ত্রাস দমন, মাদকবিরোধী অভিযান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।

এদিকে, পৃথক অভিযানে চান্দেল এবং ইম্ফল পূর্ব জেলা থেকে ছয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল), কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) এবং কাংলেইপাকের গণ বিপ্লবী পার্টি (প্রেপাক)-এর সদস্য।

এছাড়া, ইম্ফল পূর্ব জেলার ইরিলবুং এলাকার একটি কুঁড়েঘর থেকে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দুটি একে-সিরিজ রাইফেল, একটি সেলফ-লোডিং রাইফেল (এসএলআর), একটি ৯ মিমি কারবাইন, চারটি শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেড, দুটি একে রাইফেলের ম্যাগাজিন, একটি এসএলআর ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন ক্যালিবারের জীবন্ত গুলি।

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রুখতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী যৌথভাবে অভিযান জোরদার করেছে। সীমান্তবর্তী, মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নিয়মিত তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান চালানো হচ্ছে।

বর্তমানে মণিপুরের পাহাড়ি ও উপত্যকা অঞ্চলে মোট ১১৪টি নাকা ও চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে, যাতে জঙ্গি, সমাজবিরোধী এবং সন্দেহভাজন যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এছাড়া, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহনকে নিরাপত্তা এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে।

মণিপুর পুলিশ জনগণকে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো ভিডিও বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকারও সতর্কবার্তা দিয়েছে।

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যে কোনও সন্দেহজনক ভিডিও বা অডিও ক্লিপের সত্যতা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষের মাধ্যমে যাচাই করা যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো তথ্য ছড়ালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

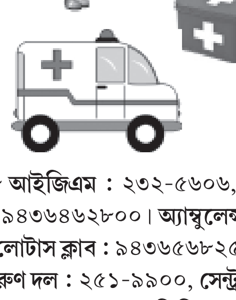

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২০২২ সাল থেকে বন্ধ থাকা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও প্রকল্পভিত্তিক কাজ ফের চালু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে: মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৪ জুন (আইএএনএস): ২০২২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থগিত হয়ে থাকা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ফের চালু করা হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রবাহ পুনরায় শুরু হওয়ায় গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থান, আবাসন এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন গতি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, দুর্নীতির অভিযোগের জেরে ২০২২ সাল থেকে রাজ্যে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের আওতাধীন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্প পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএস), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের অধীন বিভিন্ন প্রকল্প।

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে একটি বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, গত ২৭ মে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নীতিগত অনুমোদন মিলেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ২,৭৯০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা এবং ৪৫টি সেতু নির্মাণ করা হবে। প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে অর্থায়ন করবে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প নিয়ে। ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে কার্যত স্থগিত থাকা এমজিএনআরইজিএস প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ শুরু করার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে প্রায় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ডধারী কর্মসংস্থানের আওতায় আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক অনুমোদন, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, আগামী ১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে 'বিকশিত ভারত: গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' চালু হবে।

জুন মাসের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প চালু থাকবে। জুলাই থেকে নতুন প্রকল্প কার্যকর হবে। নতুন ব্যবস্থায় যোগ্য পরিবারগুলি বছরে ১২৫ দিনের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

এছাড়া, কর্মসংস্থান না পেলে ৬০ দিনের বেকারভাতা দেওয়ার বিধানও থাকবে। এই প্রকল্পের ব্যয়ভার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যথাক্রমে ৬০:৪০ অনুপাতে বহন করবে।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর আওতায় 'আবাস প্লাস ২০২৪' সমীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে। প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। ২০ জুলাইয়ের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ হবে। এরপর যাচাই-বাছাই, গ্রামসভার অনুমোদন এবং জেলা স্তরের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

প্রশাসনের আশা, এই প্রকল্পগুলির পুনরুজ্জীবন রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

'অপারেশন প্রহার'-এ বদ্রীনাথ ধাম এলাকায় নিষিদ্ধ সামগ্রী বহনের অভিযোগে চার নেপালি নাগরিকের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা

চামোলি (উত্তরাখণ্ড), ৪ জুন (আইএএনএস): বদ্রীনাথ ধামের পবিত্রতা ও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে পরিচালিত 'অপারেশন প্রহার'-এর আওতায় চার নেপালি নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে উত্তরাখণ্ড পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ আমিষ খাদ্য ও মদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বদ্রীনাথ ধাম এলাকায় নিরাপত্তা ও তল্লাশি অভিযানের অংশ হিসেবে যানবাহন পরীক্ষা চলছিল। সেই সময় জ্যোতির্মথ থেকে বদ্রীনাথ ধাম-এর দিকে যাওয়া একটি ট্যাক্সি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশিতে পৃথক প্যাকেটে রাখা ১২ কেজিরও বেশি মুরগির মাংস ও মাছ এবং তিন বোতল মদ উদ্ধার হয়। বদ্রীনাথ ধাম এলাকায় এই ধরনের সামগ্রীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ায় পুলিশ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

জিজ্ঞাসাবাদে গাড়িতে থাকা চার ব্যক্তি নিজেদের নেপালের বাসিন্দা ও শ্রমিক বলে পরিচয় দেন। তাঁদের নাম ঘনশ্যাম দামাই, মনবাহাদুর, সন্দীপ এবং দত্তকামি। পুলিশ তাঁদের ধাম এলাকার বিধিনিষেধ সম্পর্কে অবহিত করে এবং প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে।

পুলিশের বক্তব্য, বদ্রীনাথ ধাম দেশের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় রীতি ও স্থানীয় বিধি অনুযায়ী মাংস, মাছ, মদ এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রীর প্রবেশ সেখানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ধরনের সামগ্রী ধাম এলাকায় নিয়ে আসা শুধু আইনভঙ্গই নয়, ভক্তদের ধর্মীয় অনুভূতিতেও আঘাত হানতে পারে।

আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া মাংস, মাছ ও মদ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বদ্রীনাথ ধামের পবিত্রতা বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও আরও কড়া নজরদারির সঙ্গে 'অপারেশন প্রহার' চালানো হবে।

চামোলি পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, চার ধাম যাত্রা-র পবিত্রতা, মর্যাদা ও ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রকম আপস করা হবে না।

এদিকে, চলতি বছরে চারধাম যাত্রায় রেকর্ড সংখ্যক ভক্ত সমাগম হয়েছে। মন্দির খোলার মাত্র ৪০ দিনের মধ্যেই বদ্রীনাথে দর্শনার্থীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্রমবর্ধমান ভিড় সামাল দিতে শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি প্রোটোকল ও ভিআইপি দর্শনের জন্য নতুন অবদানভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করেছে। স্থানীয় থানার কাছে নীলকণ্ঠ রেস্ট হাউসে একটি বিশেষ ভিআইপি অফিসও খোলা হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রোটোকল দর্শনের জন্য প্রতি ব্যক্তিকে ১,১০০ টাকা জমা দিতে হবে এবং তার বিনিময়ে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে রসিদ দেওয়া হবে। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ তীর্থযাত্রীদের অসুবিধা কমিয়ে ভিআইপি দর্শনকে আরও সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ করতেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বদ্রীনাথ মন্দির উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অলকানন্দা নদী-এর তীরে অবস্থিত। হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রদ্ধেয় তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত এই মন্দির চারধামের একটি এবং ভগবান বিষ্ণুর ১০৮টি দিব্যদেশমের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, নবম শতকে আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সুকান্ত একাডেমিতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সুকান্ত একাডেমিতে আয়োজন করা হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "প্রকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত, জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য"।

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে প্রায় ২৫০ থেকে ২৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সচেতনতার বার্তা তুলে ধরতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগীরা তাদের সৃজনশীল চিত্রকর্মের মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং সবুজ পৃথিবী গড়ার বার্তা তুলে ধরেন।

প্রতিযোগিতা শেষে সুকান্ত একাডেমির অডিটোরিয়ামে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য-সচিব ড. বিশু কর্মকার, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সুশান্ত বণিক-সহ পর্ষদের অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় আগামী প্রজন্মকে সচেতন করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন ও প্রকৃতি সংরক্ষণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আয়োজকদের অভিমত।

পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে 'ফোকাস ত্রিপুরা রিল মেকিং প্রতিযোগিতা' শুরু

আগরতলা, ৪ জুন : রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশ-বিদেশের সামনে আরও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরতে 'ফোকাস ত্রিপুরা রিল মেকিং প্রতিযোগিতা' চালু করেছে ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর। সৃজনশীল ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলির সৌন্দর্য, সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্য তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর এবং যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের নাগরিক, কনটেন্ট নির্মাতা, ভ্রমণপ্রেমী এবং তরুণ প্রজন্মকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিযোগীদের স্বল্পদৈর্ঘ্যের রিল ভিডিওর মাধ্যমে ত্রিপুরার পরিচিত ও অপ্রচলিত পর্যটনস্থলগুলিকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগ্রহীরা নিবন্ধন করে নিজেদের ভিডিও জমা দিতে পারবেন। প্রতিযোগিতাটি ৩ জুন ২০২৬ থেকে ৩ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত চলবে।

পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের পর্যটন খাতকে আরও গতিশীল করে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। রিলভিত্তিক কনটেন্টের মাধ্যমে বৃহত্তর দর্শকসমাজের কাছে ত্রিপুরার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারা তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে মনে করছে দপ্তর।

রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিতে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরাকে আরও আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ হিসেবে দেখা হচ্ছে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরকে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (আইএএনএস): ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য, জ্বালানি ও ডিজিটাল সংযোগ আরও শক্তিশালী করতে প্রস্তাবিত ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (আইএমইসি)-কে ভবিষ্যতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহুজাতিক অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ আংশিকভাবে চীনের বেল্ট এবং রোড উদ্যোগ (বিআরআই)-এর বিকল্প বা ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রকল্প হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৩-এ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আইএমইসি-র ঘোষণা করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপকে সংযুক্ত করে একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা।

একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে বলা হয়েছে, এই করিডরের মাধ্যমে পণ্য, জ্বালানি এবং তথ্য পরিবহণের জন্য একটি নতুন ও কার্যকর রুট তৈরি করা হবে, যা বাব আল-মান্দাব এবং সুয়েজ খাল-এর উপর নির্ভরতা কমাবে।

প্রস্তাবিত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে আধুনিকীকৃত বন্দর, সমন্বিত বিদ্যুৎ গ্রিড, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সমুদ্রতলের ফাইবার-অপটিক কেবল। এর ফলে বাণিজ্য, জ্বালানি ও তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আরও দ্রুত ও কার্যকর বিকল্প পথ তৈরি হবে।

আইএমইসি-র প্রধান অংশীদার দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইসরায়েল, জর্ডান, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তবে এই উদ্যোগে কাতার, ওমান, তুরস্ক, ইরাক এবং ইরান অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংঘাতের কারণে প্রকল্পটি আপাতত স্থগিত থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। আইএমইসি হোক বা অন্য কোনও আন্তঃমধ্যপ্রাচ্য পরিবহণ প্রকল্প, আঞ্চলিক দেশগুলি ভবিষ্যতে আরও সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সালে সুয়েজ খালে জাহাজ আটকে যাওয়ার ঘটনা এবং ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে লোহিত সাগরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলার ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্য রুটের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইএমইসি চালু হলে ভারত থেকে ইউরোপে পণ্য পরিবহণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং ব্যয় প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই করিডরের দীর্ঘমেয়াদি সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে জ্বালানি ও প্রযুক্তি খাতে। করিডরের সঙ্গে ফাইবার-অপটিক কেবল স্থাপন করা হলে তথ্য পরিবহণের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়বে এবং বাব-আল-মান্দাব অঞ্চলের উপর নির্ভরতা কমবে।

নিবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রযুক্তি অবকাঠামো সম্প্রসারণ নীতির সঙ্গে আইএমইসি-র লক্ষ্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বর্তমানে বিশ্বে উৎপন্ন মোট তথ্যের প্রায় ২০ শতাংশ ভারতে তৈরি হলেও, বিশ্বের ডেটা সেন্টার ক্ষমতার মাত্র ৩ শতাংশ ভারতের হাতে রয়েছে। এই ব্যবধান কমাতে আন্তর্জাতিক তথ্য পরিবহণ এবং সমুদ্রতলের কেবল নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

ভারতের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলির মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে বন্দর, রেল এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘদিনের সহযোগিতার ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তি এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ভারত-উপসাগরীয় সম্পর্কের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইউরোপ, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারতের মধ্যে উচ্চগতির ও কম বিলম্বিত তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা আইএমইসি-কে শুধু একটি বাণিজ্য করিডর নয়, বরং ভবিষ্যতের ডিজিটাল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরে রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ধর্মনগর, ৪ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মানবসেবা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ধর্মনগর পিডব্লিউডি অফিস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। এ সময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী, কর্মচারী, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে মানবসেবার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপণ করা হয়। উপস্থিত অতিথিরাও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান মানুষের জীবন বাঁচানোর অন্যতম মহৎ উদ্যোগ। অন্যদিকে বৃক্ষরোপণ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুস্থ ও নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজকল্যাণ ও পরিবেশ সংরক্ষণদুই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এদিনের রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ রক্ষা এবং মানবসেবার এই যুগপৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনরা।

বিশালগড়ে অটো-বোলেরো মুখোমুখি

● আটের পাতার পর

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

১৬ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র

● আটের পাতার পর

নম্বর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও গলি ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনের সময় তিনি বেশ কয়েকটি ড্রেনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পাশাপাশি কিছু গলিপথে নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন এবং দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, শহরকে আরও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে পুরনিগম ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই নাগরিকদের ধৈর্য ধরে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং প্রসঙ্গে মেয়র স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, শহরের অলিগলি ও বিভিন্ন স্থানে লাগানো সব ধরনের অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হবে। শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেয়রের এই পরিদর্শনকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

রামশঙ্কর এডিসি ভিলেজ কমিটির

● আটের পাতার পর

পরিদর্শন করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজসহ অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

মোবাইলের দোকানে নেশাজাতীয়

● আটের পাতার পর

উদ্ধার করেন। পরে খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই দোকানের মালিক আদিত্য দাস। তাঁর বাড়ি ধলাই জেলার কমলপুরের মানিকভাণ্ডার এলাকায়। সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযুক্ত বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় জেলে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা চলছে। অধিক মুনাফার আশায় একাংশের অসাধু ব্যবসায়ী এই কাজে জড়িয়ে পড়ছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে যুবসমাজের উপর। ফলে অনেক তরুণ-তরুণী নেশার কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, যুবসমাজকে নেশার গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত অভিযান চালিয়ে নেশাজাতীয় সামগ্রীর অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি উঠেছে।

নিখোঁজ কিশোরী, গোয়ায় পাচারের

● আটের পাতার পর

ঘটনার মোড় ঘুরে যায় যখন কিশোরীর মা জানতে পারেন, তার মেয়েকে ট্রেনে করে গোয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা তরুণ তান্তি এবং তার ছেলেও একই সময়ে এলাকা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ছবিতে দেখা যায় বলে দাবি করা হয়েছে, নিখোঁজ কিশোরীকে নিয়ে তরুণ তান্তি ও তার ছেলে ট্রেনে ভ্রমণ করছেন এবং তাদের গন্তব্য গোয়া। এই ছবি সামনে আসার পর কিশোরীর মা দ্রুত খোয়াই মহিলা থানায় গিয়ে তরুণ তান্তি ও তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নিখোঁজ কিশোরীর অবস্থান শনাক্ত করা এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে মানবপাচার চক্রের কোনো যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের দাবি, দ্রুত কিশোরীকে উদ্ধার করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 05-06-2026, 01:21

াঙ্গন

মহিলা ক্রিকেটে জয়ের হ্যাট্রিক করে কো: ফাইনালে খেলা নিশ্চিত এগিয়ে চলো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। জয় অব্যাহত রাখলো শক্তি শালী এগিয়ে চলো সংঘ। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ টি ম্যাচে জয়লাভ করে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে অন্নপূর্ণা দাসের দল। দলীয় ক্রিকেটাররা খেলছেন চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ভি জে ডি মেথডে ১৩৩ রানে পরাজিত করে নিউ প্লে সেন্টারকে। বিজয়ী দলের অন্নপূর্ণা দাস ব্যাট ও বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩০৯ রান করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নম ১০৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৩, অন্নপূর্ণা দাস ৪৮ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, মেঘা সরকার ৭৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ এবং আশমিতা রায় ৬১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৪ রান। নিউ প্লে সেন্টারের পক্ষে অর্পিতা ঘোষ ৬২ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।এর পর বৃষ্টি শুরু হওয়ার জন্য খেলা বন্ধ থাকে। তখন ভি জে ডি মেথডে নিউ প্লে সেন্টারের সামনে লক্ষ্য মাত্রা দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ২১৮ রান। বিশাল রানকে তারা করতে নেমে নিউ প্লে সেন্টার ৮৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা দেবনাথ ৪২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং শ্রাবন্তী চৌধুরী ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে দেবশ্রীতা চৌধুরী ৯ রানে ৩ টি, অন্নপূর্ণা দাস ৫ রানে এবং তানিয়া দেব ১১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলকে হারিয়ে জয় দিয়ে সূচনা প্রগতি বিদ্যাভবনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। জয় দিয়ে দারুন ভাবে লীগ সূচনা করেছে প্রগতি বিদ্যাভবন। হারিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল কে। টিসিএ আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালক) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ তথা এ গ্রুপের প্রথম খেলায় প্রগতি বিদ্যাভবন সাত উইকেটের ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল দলকে পরাজিত করেছে। শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তন কর সর্বাধিক ৩৫ রান পায়। প্রগতি বিদ্যাভবন এর অঙ্কিত দাস ২৫ রানে তিনটি এবং রাহুল মিয়া ৩১ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি বিদ্যাভবন ১৮ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অধিনায়ক অঙ্কিত দাস ৩১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া সুরজ সোম-এর ৩২ রানও উল্লেখ করার মতো। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মাহিন চৌধুরী ২৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে কাঞ্চনপুর-কে হারিয়ে বিশালগড় কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। গ্রুপ রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো বিশালগড় মহকুমা। দুর্বল কাঞ্চনপুর মহকুমাকে ১৫৯ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে। বি গ্রুপে সদরবি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।কে বি আই মাঠে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বিশালগড় মহকুমা ২০৬ রান করে। দলের পক্ষে বিশাল দাস ৬৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, মোহাম্মদ নাজমুল ৩৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ এবং দেবজিৎ দেবনাথ ২৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। কাঞ্চনপুর মহকুমার পক্ষে সুদীপ নাথ ২১ রানে এবং মনোজিৎ চাকমা ৩৯ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কাঞ্চনপুর মহকুমা মাত্র ৪৭ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে বিক্রমজিত দেব ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে দেবরাজ ঘোষ ৮ রানে চারটি এবং তন্ময় দেবনাথ ৭ রানে এ তিনটি উইকেট দখল করে।

জয় দিয়ে লীগ শেষ করলেও রানের গড়ে বিদায় খোয়াইয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।।ছিটকে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন খোয়াই মহকুমা। রান রেটে পিছিয়ে থেকে। বি গ্রুপে চার ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল ৩ দল। পরে রান রেটে সদর বি(২.৫২৪), বিশালগড় (১.৭৬৪) প্রথম দুটি স্থান দখল করে। খোয়াই মহকুমা (১.১১৪) রান রেটে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় স্থান দখল করে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার খোয়াই মহকুমা ৩ উইকেটে পরাজিত করে আমবাসা মহকুমাকে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আমবাসা মহাকুমা ৯১ রান করে। দলের পক্ষে সমরজিৎ সরকার ২১, দেবজিৎ দেববর্মা ২১ এবং নীলাদ্রি পাল ১৬ রান করে। খোয়াই মহকুমার পক্ষে দেবজিৎ দাস সাতরানে চারটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে খোয়াই মহকুমা ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে বিজয় দেব ১৭, সুদীপ্ত সিনহা ১৬, পলাশ সূত্রধর ১৫ এবং বিজয় দাস ১৩ রান করে। আমবাসা মহকুমার পক্ষে সৌরদী পাল ৪৪ রানে তিনটি উইকেট দখল করে।

শেষের আগে আরেকটি বিশ্বকাপ শিরোপায় চোখ দেশমের

ফ্রান্স সাফল্যের চূড়ায় প্রথম উঠেছিল দেশমের হাত ধরেই। তার অধিনায়কত্বে ১৯৯৮ সালে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় ফরাসিরা। বুটজোড়া তুলে রাখার পরপরই কোচিংয়ে নাম লেখান দেশম। মোনাকো, ইউভেন্তুস ও মার্সেইয়ে সফল অধ্যায়ের পর ২০১২ সালে ফ্রান্স দলের দায়িত্ব নেন তিনি। ছয় বছরের মাথায় দেশকে জেতান দ্বিতীয় বিশ্বকাপ; প্রথমটি অধিনায়ক আর দ্বিতীয়টি কোচ হিসেবে। খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ী তিন জনের একজন দেশম ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন, সামনের দিকেই তার সব মনোযোগ।

“আমি কেবল আজ ও আগামীকাল নিয়েই ভাবি; আমি এমনই। সত্যি বলতে, অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি সামনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। ১৯৯৮ ও ২০১৮ সালে যা ঘটেছিল, তা সবসময় আমার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু অতীতকে বদলানো যায় না। এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা এরপর কী করব সেটা। ১৯৯৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে আমার ভূমিকা হয়তো বদলে গিয়েছিল, কিন্তু আমি দুবারই সেখানে ছিলাম। দুটো অভিজ্ঞতাই ছিল জাদুকরি।”

“ক্লাব পর্যায়ে ট্রফি জয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যেমন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইত্যাদি, কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। নামটা একই থাকে, কিন্তু চিরকালের জন্য দুটো শব্দ জুড়ে যায়: বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।”

আসন্ন বিশ্বকাপ শেষে ফ্রান্সকে বিদায় জানানোর কথা আগেই বলেছেন দেশম। ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্স ২০২২ আসরেও খেলে ফাইনালে, যেখানে তারা হেরে যায় আর্জেন্টিনার কাছে। উত্তর আমেরিকা আসরেও তারা ফেভারিটদের একটি।

“আমাদের ফলাফলের কারণেই প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। আমরা ২০১৮ সালে শিরোপা জিতেছি ও ২০২২ সালে ফাইনালে পৌঁছেছি, তাই আমাদের সমর্থকরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করছে, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়েও ফ্রান্স (বিশ্বকাপে) টিকে থাকবে।”

“আমরা সেই ১০ বা ১২টি দেশের মধ্যে একটি, যারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থির করতে পারে। কিন্তু আপনি কি জানেন শেষে কয়টি দেশ থাকবে? স্রেফ একটি। তার মানে অন্তত ১১টি দেশ হতাশ হবে।”

আগামী ১৬ জুন সেনেগালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে দেশমের ফ্রান্স।

গ্রুপ লীগে অপরাজেয় মৌচাকের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।।তৃতীয় জয় পেলো মৌচাক ক্লাব। চার ম্যাচ খেলে। বৃহস্পতিবার মৌচাক ক্লাব ৮ উইকেটে পরাজিত করে চামপামুরা কোচিং সেন্টার কে। পূজা দাসের দুরন্ত বোলিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার মাত্র ৮৭ রান করে। দলের পক্ষে গিয়া মন্ডল ১৬, দীপিকা দেব ১০, মোনালি শর্মা ১০ এবং দিয়া সরকার ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে পূজা দাস ১৪ রানে চারটি এবং অনুষ্কা ১৭ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ক্লাব ১৪ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেন। দলের পক্ষে তানিশা দাস ৩১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং সুপ্রিয়া দাস ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান।

বিদায় এক নম্বর সাবালেঙ্কারও !

বহু বছর পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের সিঙ্গলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাওয়া যাবে। বুধবার আরও একটি অঘটন ঘটেছে এই প্রতিযোগিতায়। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন মহিলাদের শীর্ষবাছাই বেলারুশের এরিনা সাবালেঙ্কা। ২৫ নম্বর খেলোয়াড় রাশিয়ার ডিয়ানা শ্নাইডারের কাছে তিন সেটের লড়াইয়ে (৬-৩, ৫-৭, ০-৬) হেরেছেন তিনি। ফলে সাবালেঙ্কার প্রথম ফরাসি ওপেন জয়ের স্বপ্ন এখনও অধরা থেকেই গেল।এ বারের প্রতিযোগিতার শুরু থেকে অঘটন ঘটছে। পুরুষদের সিঙ্গলসে ইয়ানিক সিনার, নোভাক জোকোভিচ বিদায় নিয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে ইগা শিয়নটেক, কোকো গফেরাও নেই। কোয়ার্টার ফাইনালে পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র সাবালেঙ্কাই ছিলেন গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী। তিনিও বিদায় নিলেন। অর্থাৎ, পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সিঙ্গলসেও এ বার নতুন চ্যাম্পিয়ন পাবে ফরাসি ওপেন।

শ্নাইডার কেরিয়ারে প্রথম বার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নেমেছিলেন। ফলে তাঁরই বেশি চাপে থাকার কথা। শুরুটা সেভাবেই হয়েছিল। প্রথম সেটে সহজে জিতে নেন সাবালেঙ্কা। দেখে মনে হচ্ছিল, স্ট্রেট সেটে জিতবেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে খেই হারালেন তিনি।সাবালেঙ্কা এমন একজন খেলোয়াড়, যিনি কখন কেমন খেলবেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। খুব সহজে মেজাজ হারান তিনি। এই ম্যাচেও তাই হল। ৫৭টি আনফোর্সড এরর করলেন সাবালেঙ্কা। সেই সুবিধা কাজে লাগালেন শ্নাইডার। টানা ১৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে নেমেছিলেন সাবালেঙ্কা। তাঁর মতো তারকাকে হারালেন শ্নাইডার। সেরিনা উইলিয়ামসকে ছোঁয়া হল না (টানা সাত গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনাল) সাবালেঙ্কার। গোটা ম্যাচে সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভাঙার সুযোগ ২০ বার পেয়েছিলেন শ্নাইডার। সাত বার কাজে লাগাতে পারেন তিনি। যদি পারতেন তা হলে আরও খারাপ ভাবে হারতেন মহিলাদের এক নম্বর তারকা। দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি থেকে আর দাঁড়াতে পারেননি সাবালেঙ্কা। বিশেষ করে তৃতীয় সেটে তিনি হতাশ করলেন। একটিও গেম জিততে পারলেন না। টানা ১০টি গেম জিতে মাচ জিতলেন শ্নাইডার। সেমিফাইনালে তাঁর সামনে পোল্যান্ডের মাজা চোয়ালিনস্কা। ক্রমতালিকায় ১১৪ নম্বরে থাকা খেলোয়াড় এ বার অবাছাই হিসাবে খেলছেন। সেই তিনিই সকলকে অবাক করে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন। অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি অষ্টম বাছাই মীরা আন্দ্রিভা ও ১৫ নম্বর মার্তা কস্তিউক।

থ্রো-ইনে কাউন্টডাউন থেকে মুখ ঢাকলেই লাল কার্ড, বিশ্বকাপে নতুন নিয়ম লাগু ফিফার

এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে নয়া নিয়মের হুকুম জারি। চালু হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম। আন্তর্জাতিক ফুটবলের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আইএফএবি এই পরিবর্তনের ঘোষণা করেছে। ফিফার রেফারি কমিটির চেয়ারম্যান পিয়েরলুইজি কোলিনার মতে, বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, সময় নষ্ট কমানো, খেলার গতি বৃদ্ধি এবং খেলোয়াড়-দর্শকদের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতেই এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে।

মুখ ঢাকা বারণ: উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষের কোনও ফুটবলারের সামনে মুখে হাত বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বললে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বেনফিকার জিয়ানলুকা প্রেস্টিয়ান্নির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক মন্তব্যের অভিযোগ ওঠার পরই এই নিয়ম চালু হচ্ছে।

প্রতিবাদে মাঠ ছাড়লে লাল কার্ড: রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কোনও ফুটবলার মাঠ ছেড়ে চলে গেলে তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হবে। কোনও কোচ বা দলের কর্মকর্তা খেলোয়াড়দের মাঠ ছাড়তে উসকানি দিলেও শাস্তি হবে। এমন ঘটনায় ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে সংশ্লিষ্ট দলকে পরাজিত বলে গণ্য করা হবে। সেনেগালের একটি বিতর্কিত ঘটনার পর এই নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

থ্রো-ইন ও গোল কিকে সময়সীমা: নতুন নিয়মে থ্রো-ইন ও গোল কিক নেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রেফারি পাঁচ সেকেন্ড কাউন্ট করবেন। এই সময়ের মধ্যে থ্রো করতে না পারলে বল প্রতিপক্ষের হাতে যাবে। একইভাবে গোল কিক নিতে দেরি হলে প্রতিপক্ষ দল কর্নার পাবে। এতে খেলার গতি বাড়বে।

সাবস্টিটিউশন প্রটোকল: যে ফুটবলারকে বদলি করা হবে তাঁকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ছাড়তে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না তিনি বেরতে না পারলে বদলি ফুটবলার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ঢুকতে পারবেন না। মাঠের বাইরে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। খেলা শুরুর পর এক মিনিট পর প্রথম স্টপেজে রেফারির সিগন্যাল পেলে তবেই তিনি নামতে পারবেন। তবে চোট বা নিরাপত্তাজনিত কারণে এই নিয়মে ছাড় থাকবে।

অফফিল্ড ট্রিটমেন্ট: কোনও আউটফিল্ড খেলোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল স্টাফ মাঠে ঢুকলে তাঁকে এক মিনিট পর বেরতে হবে। তবে গোলরক্ষকের চোট কিংবা গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নয়।আরও বেশি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। ভুল করে লাল কার্ড দেখানো, ভুল খেলোয়াড়কে কার্ড দেওয়া বা ভুল কর্নার সিদ্ধান্ত হলে ভিএআর তা ঠিক করতে সাহায্য করবে। কর্নার বা ফ্রি-কিকের ঠিক আগে বক্সে কোনও ফাউল হলে ভিএআর হস্তক্ষেপে গোল বাতিলের সুপারিশ করতে পারবে। দরকার হলে রেফারি সিদ্ধান্ত বদলে আবার খেলা শুরু করাবেন। ছবি এআই দ্বারা নির্মিত।

তারুণ্যে ভরা দলে নজর থাকবে সেই ৪১ বছরের রোনাল্ডোর দিকেই, অধরা ট্রফি কি এবার হাতে তুলতে পারবেন ক্রিশ্চিয়ানো ?

এক জন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছেন তো অপর জন ঘরোয়া লিগ। একজন সুপার কাপ জিতছেন তো অপর জন কোপা দেল রে। প্রায় দেড় দশক এ ভাবেই চলেছে লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দ্বৈরথ। তবে ২০২২-এ বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন মেসি। এখন আর রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁর। ফলে রোনাল্ডোর জীবনে অধরা ট্রফি বলতে একটিই, ফুটবল বিশ্বকাপ। কৌলীন্যের বিচারে যা সবার আগে থাকবে। ৪১ বছর বয়সে সেই কাজ কি রোনাল্ডো করে দেখাতে পারবেন? তাঁর দলের অবশ্য সেই ক্ষমতা রয়েছে। সব দিক থেকেই শক্তিশালী দল নিয়ে নামছে পর্তুগাল। বিশ্বকাপের আগে সেই দলের বিশ্লেষণ করল আনন্দবাজার ডট কম।

বিশ্বমানের মিডফিল্ড পর্তুগাল দলের মিডফিল্ডের সঙ্গে খুব কম দলের তুলনা হয়। ব্রুনো ফের্নান্দেজের মতো প্লে-মেকার রয়েছে, যার ইপিএলে ২০টি অ্যাসিস্ট রয়েছে। এ ছাড়া ভিটিনহা এবং জোয়াও নেভেসের মতো সৃষ্টিশীল খেলোয়াড় রয়েছে।

দলের গভীরতা অতীতে পর্তুগালের প্রথম একাদশে একটা বিচ্ছিন্নতা থাকত। অর্থাৎ এক-দু’জনকে কেন্দ্র করেই গোটা দল তৈরি করা হত। এই দলে গভীরতা রয়েছে। প্রতিটি দলে যোগ্য ফুটবলার এবং একই মানের বিকল্প রয়েছে। ফলে কৌশলগত দিক থেকে এগিয়ে থাকবে তারা। শেষ মুহূর্তেও নতুন কাউকে নামিয়ে চমক দেওয়া যেতে পারে। উইংয়ে বৈচিত্র রাফায়েল লিয়াও এবং পেদ্রো নেতোর মতো উইঙ্গাররেরা রয়েছেন, যাদের গতি এবং দক্ষতা কাজে লাগতে পারে। প্রতিপক্ষের রক্ষণকে বেগ দিতে পারেন তারা।

সেন্টার ফরোয়ার্ডে বিকল্পের অভাব স্ট্রাইকার পজিশনে এখনও রূপান্তর চলছে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিঃসন্দেহে তারকা। তবে বয়স তাঁর খেলায় ছাপ ফেলতে পারে। গন্সালো রামোস এ মরসুমে বেশি খেলতে পারেননি। প্রধান স্ট্রাইকার আর কেউ নেই।

রক্ষণে পরিচিতির অভাব পেপে-পরবর্তী যুগে এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেনি পর্তুগাল। রুবেন দিয়াস এবং আন্তোনিয়ো সিলভা সেরা মানের ডিফেন্ডার। কিন্তু রক্ষণে একতার অভাব এখনও রয়েছে। কোয়ালিফায়ারে সেটা বোঝাও গিয়েছে।

ক্লাবের হয়ে ফর্মের অভাব লিয়াও এবং নেতোর মতো ফুটবলারেরা ক্লাবের হয়ে ভাল ফর্মে ছিলেন না। ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে দু’জনের খেলাতেই। আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্যা হতে পারে।

রোনাল্ডোর শেষ সুযোগ ৪১ বছর বয়স হয়েছে। কোচ যতই বলুন, পরের বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ফলে দেশকে ট্রফি দেওয়ার শেষ সুযোগ তাঁর সামনে। এই একটি ট্রফিই নেই তাঁর ক্যাবিনেটে। তাঁর গোল করার দক্ষতা এবং বাড়তি খিদে পর্তুগালকে এগিয়ে রাখতে পারে। কৌশলে বৈচিত্র কোচ রবার্তো মার্তিনেজ দ্রুত কৌশল বদলে ফেলতে পারবেন। দলের গভীরতার কারণে অতি আগ্রাসী ফুটবল খেলাতে পারেন। তরুণ ফুটবলার, নিয়ন্ত্রণভিত্তিক ফুটবল তাঁর দলকে সুবিধা দিতে পারে। ব্রুনো, ভিটিনহা এবং বের্নার্দো সিলভা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন।

পাঁচ পরিবর্তের নিয়ম দলে যে গভীরতা রয়েছে, তাতে বিকল্পের অভাব নেই মার্তিনেজের কাছে। শেষ মুহূর্তে প্রতিভাবান ফুটবলারদের নামিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে পর্তুগাল।

রোনাল্ডোর শ্লথতা ৪১ বছর বয়সে আগের মতো ক্ষিপ্রতা নেই রোনাল্ডোর। তার উপর, দল যদি রোনাল্ডোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তা হলে বিপদ। দলের অতি আগ্রাসী ফুটবলের সঙ্গে এখন তিনি মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, প্রশ্ন থাকছে।

বিশ্বকাপের চাপ এবং প্রত্যাশা ট্রফি জেতার দাবিদার থাকা পর্তুগালের উপর প্রত্যাশার চাপ থাকবে মারাত্মক। প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে কাঁটাছেঁড়া রহবে। বাইরের আওয়াজকে আটকানোর উপায় খুঁজতে হবে পর্তুগালকে। আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না।

গ্রুপ পর্বের চাপ পর্তুগালের গ্রুপ পর্বের প্রতিপক্ষেরা সমস্যা তৈরি করতে পারে। কলম্বিয়া কঠিন দল নিঃসন্দেহে। কঙ্গো, উজবেকিস্তানও চমকে দিতেপারে।

বড় ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার, আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি !

আইপিএল ফাইনালে দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ের ভর করেই টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফলে জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু সেই প্রত্যাশায় আপাতত জল ঢালল চোট। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যার কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার সকালে এই খবর প্রকাশ্যে আসে। তবে বিরাটের চোট নিয়ে ভারতীয় দল বা বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বিসিসিআই-এর এক কর্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিরাট কোহলি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজে অংশ নিতে পারবেন না। পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “চোটের কারণে বিরাট কোহলি এই ওডিআই সিরিজে খেলতে পারবেন না।” এই খবর সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। একইসঙ্গে রোহিত শর্মার খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, কারণ আইপিএলে পাওয়া চোট পুরোপুরি না সারলে তিনি মাঠে নামবেন না।

আইপিএলে দারুণ ছন্দে ছিলেন কোহলি। ১৬ ম্যাচে ৬৭৫ রান করেছেন তিনি। গড় ৫৬.২৫। স্ট্রাইক রেট ছিল প্রায় ১৬৬-এর কাছাকাছি। দেশের জার্সিতেও গত বছর অসাধারণ ফর্মে ছিলেন। ১৩টি ওডিআই ম্যাচে ৬৫১ রান করেছিলেন। যার মধ্যে ছিল তিনটি সেঞ্চুরি এবং চারটি হাফসেঞ্চুরি। জানা গিয়েছিল, ৯ থেকে ১১ জুন পর্যন্ত মুলানপুরের আধুনিক ট্রেনিং ফেসিলিটিতে অনুশীলন করবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। শিবির শেষ হলে দল সরাসরি ধরমশালার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল বিরাটের। তবে সেটা আর হচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট কোহলি। এখন তিনি শুধুমাত্র ওয়ানডে ক্রিকেটেই খেলেন। সেই কারণে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রতিটি সিরিজ তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ থেকে তাঁর ছিটকে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার জন্য তো বটেই, বিরাটের নিজের জন্যও নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। কারণ প্রস্তুতির সময়টা আরও কমে গেল কোহলির জন্য।

অফসাইড বোঝার পদ্ধতি এ বার আরও উন্নত ! চালু হতে চলেছে এই বিশ্বকাপ থেকেই

অফসাইড নিয়ে বিতর্ক ফুটবলে নতুন নয়। আগে লাইন্সম্যানের উপরেই নির্ভর করত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভার প্রযুক্তি চালু হওয়ার পর থেকে রেফারি ও লাইন্সম্যানের উপর চাপ কমেছে। এ বার সেই অফসাইড প্রযুক্তি আরও উন্নত করছে ফিফা। এ বারের বিশ্বকাপেই দেখা যাবে নতুন পদ্ধতি।

২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে চালু হয়েছিল সেমি-অটোমেটেড অফসাইড টেকনোলজি বা ‘সোট’। এই প্রযুক্তিতে অফসাইড বুঝতে সময় খুব কম লাগে। মাঠে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোণে ক্যামেরা বসানো থাকে। তাতে ফুটবলারদের নির্দিষ্ট অবস্থান বোঝা যায়। ফুটবলে থাকা সেন্সর। সেই সেন্সর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, পাস দেওয়ার সময় সামনের ফুটবলার অফসাইডে ছিলেন কি না। ভার প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা দল সেই তথ্য রেফারিকে দেন।

এ বারের বিশ্বকাপে সেই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। কৃত্রিম মেধা কাজে লাগানো হয়েছে। আরও দ্রুত ফুটবলারদের অবস্থান বোঝার প্রযুক্তিও তৈরি করা হয়েছে। তার ফলে ভার প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা দলকে বিষয়টি বার বার খতিয়ে দেখতে হবে না। যদি কোনও ফুটবলার অফসাইডে থাকেন, তা হলে কৃত্রিম মেধা তা সরাসরি জানিয়ে দেবে। ফলে আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন রেফারি। সময় নষ্ট হবে না।এই নতুন প্রযুক্তি প্রতি সেকেন্ডে প্রত্যেক ফুটবলারের অবস্থানের ডজনখানেক তথ্য দিতে থাকবে। ফলে তাঁদের সঠিক অবস্থান বুঝতে সময় লাগবে না। যদি বল পাস দেওয়ার সময় সামনের ফুটবলার অফসাইডে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে ভার প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা দলের কাছে সেই তথ্য চলে আসবে। তাঁরা এক বার খতিয়ে দেখেই তা রেফারিকে জানাতে পারবেন। বার বার রিপ্লে দেখতে হবে না। কোনও ভাবেই যাতে ভুল সিদ্ধান্ত খেলায় প্রভাব ফেলতে না পারে, তার জনই এ ভাবে প্রযুক্তি আরও উন্নত করছে ফিফা। এ বারের বিশ্বকাপেই তা দেখা যাবে।

১১ জুন থেকে শুরু এ বারের ফুটবল বিশ্বকাপ। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় হবে খেলা। এ বারই প্রথম ৪৮ দেশ বিশ্বকাপ খেলবে। ফলে গ্রুপ পর্বের পর একটি অতিরিক্ত নক আউট রাউন্ড খেলা হবে। প্রথম খেলায় মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতে ‘জি এন্টারটেনমেন্ট’ এ বারের বিশ্বকাপ দেখাবে। তার জন্য চারটি নতুন চ্যানেল শুরু করেছে তারা। তা ছাড়া ‘জি-ফাইভ’ অ্যাপেও দেখা যাবে খেলা।

জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এ রৌপ্য সম্মান অর্জন করল বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত: কৃষি মন্ত্রী

আগরতলা, ৪ জুন: ত্রিপুরার জন্য আরও একটি গর্বের মুহূর্ত এনে দিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত। ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার ও জনঅভিযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পুরস্কার ২০২৬-এ বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত রৌপ্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন এটি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। প্রযুক্তিনির্ভর জনসেবা, তৃণমূল স্তরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা সহজলভ্য করে তোলার ক্ষেত্রে বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জাতীয় স্বীকৃতি রাজ্যের জন্য এক অসাধারণ অর্জন।

মন্ত্রী আরও বলেন এই সাফল্য প্রমাণ করে যে আমাদের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু উন্নয়নের অংশীদার নয়, বরং ডিজিটাল সুশাসন ও জনমুখী প্রশাসনের ক্ষেত্রে দেশের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

তিনি বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক, কর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তাঁর কথায়, তাদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারার ফলেই এই সম্মান অর্জিত হয়েছে।"

মন্ত্রী বলেন প্রতি বছর সমগ্র দেশ থেকে মাত্র দুটি পঞ্চায়েতকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এ বছর মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলা প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং মোহনপুর আর.ডি. ব্লকের বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

তিনি এই সাফল্যের জন্য বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমগ্র দল, মোহনপুর ব্লকের আধিকারিকবৃন্দ, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। মন্ত্রী জানান, দক্ষ পরিষেবা প্রদান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক শিক্ষামূলক উদ্যোগ, 'গ্রাম বার্তা' অ্যাপের উন্নয়ন, বিজয়নগরে প্রথমবারের মতো মহিলাদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রসার এবং রাজ্যের একমাত্র পঞ্চায়েত হিসেবে শতভাগ পুরনো নথি ও তথ্য ডিজিটাল সংরক্ষণের মতো উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের জন্যই বিজয়নগর এই সম্মান অর্জন করেছে।

মোহনপুরে উদ্ধার ৩ লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৪ জুন : নেশার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানে ফের সাফল্য পেল সিধাই থানার পুলিশ। গত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নেশাবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিধাই থানার অন্তর্গত ডিসি পাড়া এলাকার একটি বাড়িতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা ও বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং এরই অংশ হিসেবে এই সাফল্য এসেছে।

পুলিশ উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, যুবসমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। পুলিশের এই সাফল্যে স্থানীয় বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নেশার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

আরক্ষা কর্মীর হাতে আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক, শাস্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন: এডিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা অভিজিৎ মন্ডল দ্বারা আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক সুব্রত দেবনাথ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ ৪ঠা জুন ২০২৬ দুপুর প্রায় ১ টা ৫৫ মিনিটের দিকে আমতলি সেকেন্ড নাকা বাইপাস রোডের একটি পোষ্যের দোকানের কাছে আমাদের সরকারস্বীকৃত চিত্র সাংবাদিক সুব্রত দেবনাথ এ ডি নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিজিৎ মণ্ডলের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ভাবে আক্রান্ত হন। এই ঘটনায় আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং বিভিন্ন সাংবাদিক সংঘটন তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে।

ঘটনার জানানো তথ্য অনুযায়ী সুব্রত দেবনাথ পোষ্যের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঐ সময় অভিজিৎ মণ্ডল ঘটনাস্থলে এসে কোনো আলোচনা ছাড়াই তাঁকে বুকে জামার কলারে ধরে ও মানসিক ভাবে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, সংগঠন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে পেশাগত দায়িত্ব পালনরত কোনো সাংবাদিকের ওপর যেকোনো হামলা একটি গুরুতর অপরাধ। এ ধরনের ঘটনা শুধু গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদাকেই বিপন্ন করে না বরং সংবাদ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক নীতিকেও ক্ষুণ্ণ করে।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় রাজ্যে পুলিশের মহা নির্দেশকের নিকট সুব্রত দেবনাথ নিজেও সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে এই ঘটনার একটি সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনা করা এবং আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানান। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক এর উপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো পেছনে দোষীদের শাস্তি দাবি করছে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। এদিকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানাচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ভারতীয় পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও 'বাংলাদেশি' আখ্যার অভিযোগ, শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে হয়রানির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জুন : সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে এক ভারতীয় নাগরিককে 'বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং চেকপোস্টে যাত্রী হয়রানির অভিযোগও সামনে এসেছে। অভিযোগকারী আব্দুল মিয়ার বাড়ি মেলাঘর মহকুমার তেলকাজলা গ্রামে। তাঁর দাবি, বৈধ ভারতীয় পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে তিনি শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু ইমিগ্রেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে উল্লেখ করে যাত্রার অনুমতি দেননি।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, একই ভারতীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে তিনি এর আগে দু'বার বাংলাদেশ সফর করেছেন। তখন কোনও ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এবার ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে তাঁর নামে বাংলাদেশেও একটি পাসপোর্ট রয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে আটকে দেওয়া হয় বলে তিনি জানান। এই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও এমন আচরণে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান। এদিকে, শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগও উঠেছে। একাধিক যাত্রীর দাবি, চেকপোস্টে প্রবেশের সময় জনপ্রতি ২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া মিলিয়ে একজন যাত্রীর কাছ থেকে মোট ৪০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যাত্রীদের একাংশের দাবি, 'ওয়াই-ফাই সুবিধা' ও 'গাড়ি পরিষেবা'র কথা বলে এই অর্থ নেওয়া হলেও বাস্তবে এসব সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ভারত ও বাংলাদেশ, উভয় দেশের যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে শ্রীমন্তপুর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ গরম তেলে পরে ঝলসে যাওয়া মিষ্টি কারিগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে একটি মিষ্টির দোকানে দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হওয়া এক মিষ্টি কারিগর দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বৃহস্পতিবার আগরতলার জিবি হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়।

জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে সাব্রুমের একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করার সময় বহিরাজ্যের ওই কারিগরের শরীরে গরম তেল পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। দুর্ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রম দপ্তরের উদ্যোগ ও সহায়তায় তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বর্তমানে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায় জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত শ্রমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হন।

মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকার সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। সুস্থ হয়ে ওঠায় তিনি ওই শ্রমিকের প্রতি শুভেচ্ছা জানান এবং বাড়ি ফেরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়েছে বলে জানান।

শ্রমিকের দ্রুত আরোগ্য লাভে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্ত্রী ভবিষ্যতে কর্মস্থলে নিরাপত্তা বিধি আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সমাজসেবামূলক এই কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রক্তদাতা অংশগ্রহণ করে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী -সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও সদস্যরা। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

শিবির পরিদর্শনকালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা অটোরিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রতিবছর নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করে সংগঠনটি সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রক্তদাতাদের উদ্দেশে তিনি তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন, রক্তদান একটি মহান সামাজিক ও মানবিক কাজ। সংকটময় সময়ে একজন মানুষের দেওয়া রক্ত অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই রক্তদানকে ঘিরে যে কোনও ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে রেখে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই নিয়মিত রক্তদানে অংশগ্রহণ করা উচিত। আগামী দিনেও এ ধরনের স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচিতে বৃহত্তর সংখ্যায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। শিবিরে উপস্থিত সংগঠনের নেতৃবৃন্দও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বিশালগড়ে অটো-বোলেরো মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫

বিশালগড়, ৪ জুন: বিশালগড়ের দুর্গানগর বাজার এলাকায় আজ এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন যাত্রী আহত হয়েছেন। একটি অটো ও একটি বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতিতে চলা একটি অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা বোলেরো গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোর সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা যাত্রীরা আহত হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগেরজলায় সংঘর্ষের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন : নাগেরজলা এলাকায় সম্প্রতি সংঘটিত সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রে এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয় এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।

বৃহস্পতিবার এক প্রতিক্রিয়ায় মানিক সরকার বলেন, নাগেরজলার ঘটনায় প্রশাসনের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। তিনি দাবি করেন, শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও বঞ্চনার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই দাবি করেছেন যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ছাপ্পা ভোট দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বর্তমান সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছাপ্পা ভোটে জয়ী হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ধরনের পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এলে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে না।" নাগেরজলা বাস টার্মিনাল সংক্রান্ত শ্রমিক অসন্তোষের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, শ্রমিকরা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছেন না। এমনকি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাও সেখানে পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই কারণেই শ্রমিকরা আন্দোলন ও বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে তাঁর দাবি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের কাছে শ্রমিকদের সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে বলেন, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য দাবিগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

স্টেট সেরিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ জুন: রাজ্যের সেরিকালচার বা রেশমচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার জিরানীয়া মহকুমার চম্পকনগরস্থিত কলাবাগান এলাকার স্টেট সেরিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মন্ত্রী জানান, প্রতিষ্ঠানটিকে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও কার্যকর ও আধুনিক করে তোলার জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান কনফারেন্স হলকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কনফারেন্স হলে রূপান্তরের বিষয়ে। এর ফলে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠক আরও উন্নত পরিবেশে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

শুধু তাই নয়, মূল ভবনের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত সংস্কার এবং আধুনিক সুবিধা সংযোজনের বিষয়েও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। সরকারের লক্ষ্য, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে এমন এক আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা, যা ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, "সেরিকালচার খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত অবকাঠামোর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।" রাজ্যের রেশমচাষ শিল্পের বিকাশ এবং নতুন প্রজন্মকে এই খাতে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের এই উদ্যোগকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তাঁদের মতে, পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে কলাবাগানের স্টেট সেরিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

আনন্দনগরে অভিযান, ৪ হাজার কেজি রেশন চাল উদ্ধার; তদন্তে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সদর মহকুমার আনন্দনগর ৯ নম্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ রেশন চাল উদ্ধার করেছে মহকুমা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালিত এই অভিযানে একটি বাড়ি থেকে ৮০ বস্তায় মোট ৪ হাজার কেজি রেশন চাল উদ্ধার করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমারের কাছে একটি গোপন তথ্য পৌঁছায় যে আনন্দনগর এলাকার বাসিন্দা সজল দাসের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ রেশন চাল অবৈধভাবে মজুদ রাখা হয়েছে। এরপর বিষয়টি সদর মহকুমা শাসক মানিকলাল দাসকে জানানো হলে তাঁর নির্দেশে মহকুমা প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অংশ নেন ডিসিএম সঞ্জিত দেববর্মা, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং শ্রীনগর থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির একাধিক ঘর থেকে ৮০ বস্তা রেশন চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযান চলাকালীন বাড়ির মালিক সজল দাস উপস্থিত ছিলেন না। তবে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, চালগুলো আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আনা হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ রেশন চাল দেখে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরাও বিস্ময় প্রকাশ করেন। পরে চালগুলো বাজেয়াপ্ত করে এডিনগরস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিসিএম সঞ্জিত দেববর্মা জানান, কীভাবে এবং কোথা থেকে এই রেশন চাল সংগ্রহ করে মজুদ করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে রেশন সামগ্রী মজুদ রাখার অভিযোগে সজল দাসের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া চালের প্রকৃত উৎস এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

১৬ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র সমস্যা সমাধানে একাধিক নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : আগরতলা পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন রাস্তা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত সমস্যার সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

এদিন মেয়র রামনগর ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামশঙ্কর এডিসি ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত রামশঙ্কর এডিসি ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে রাতের অন্ধকারে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে এক দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে অফিসের দরজা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর কার্যালয়ের বিভিন্ন আসবাবপত্র ও সামগ্রী ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে এক ব্যক্তিকে কার্যালয়ে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালাতে দেখা গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ফুটেজে ধরা পড়া ব্যক্তি এলাকার বাসিন্দা উপেন্দ্র দেববর্মার ছেলে সাজরা দেববর্মা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচণ্ড দাবদাহে পথচলতি মানুষের পাশে অটো রিক্সা মজদুর সংঘ, শরবত ও লেবুর জল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : রাজ্যজুড়ে চলমান তীব্র দাবদাহে জনজীবন যখন কার্যত বিপর্যস্ত, তখন পথচলতি মানুষ ও শ্রমজীবীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটো রিক্সা মজদুর সংঘের বামুটিয়া ব্লক শাখা। সংগঠনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কালীর বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী ও পথচারীদের মধ্যে ঠান্ডা শরবত ও লেবুর জল বিতরণ করা হয়। দিনভর প্রখর রোদ ও অসহনীয় গরমে অতিষ্ঠ মানুষের জন্য এই উদ্যোগ কিছুটা স্বস্তি এনে দেয়। পথচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরবত ও লেবুর জল গ্রহণ করেন এবং সংগঠনের এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সুরজিৎ আচার্য, সম্পাদক উত্তম বণিক, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সঞ্জিত দাস, অফিস বেয়ারার প্রান্তোষ নম, লাইন সেক্রেটারি আশীষ দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা। তাঁরা নিজ হাতে পথচারীদের মধ্যে পানীয় বিতরণ করেন এবং তীব্র গরমে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন হিসেবে সমাজের প্রতি তাদের বিশেষ দায়বদ্ধতা রয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোই তাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ও জনহিতকর কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তাঁরা। এদিনের এই উদ্যোগ শুধু তৃষ্ণার্ত মানুষের তৃষ্ণা নিবারণই করেনি, বরং মানবসেবার এক অনন্য বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে। স্থানীয়দের মতে, ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটো রিক্সা মজদুর সংঘের এই মহতী প্রয়াস সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে।

মোবাইলের দোকানে নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন অলিগলি ও কিছু দোকানপাটে অবাধে নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ ক্রমশ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও যুবসমাজ।

জানা গেছে, শহরের লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ি এলাকার একটি মোবাইল ফোনের দোকানে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় যুবকরা বিপুল পরিমাণ অবৈধ ইয়াবা ট্যাবলেট ও কফ সিরাপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ কিশোরী, গোয়ায় পাচারের অভিযোগ

আগরতলা, ৪ জুন: খোয়াই জেলায় এক কিশোরীকে গোয়ায় পাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খোয়াই থানাধীন সিপাইহাওর এলাকার গোপীটিলা গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরী গত এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ রয়েছে। ওই ঘটনায় কিশোরীর মা খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। এরপর আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চালালেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। বাধ্য হয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। কিশোরীর মা প্রতিদিন থানায় গিয়ে মেয়ের খোঁজে পুলিশের সহযোগিতা কামনা করছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রী স্বার্থে প্রত্যাহার অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি, স্বাভাবিক বাস চলাচল নাগেরজলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন : যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে ওয়েস্ট ত্রিপুরা বাস-জিপ চালক সংঘের ডাকা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নাগেরজলা থেকে দক্ষিণ জেলা-সহ বিভিন্ন রুটে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন দাবিদাওয়া সহ নাগেরজলায় সংঘর্ষের জেরে গতকাল অর্থাৎ বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণার জেরে যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহার করায় স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, বিষয়টি বুধবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কর্মবিরতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার নির্দেশ আসে।

এরপর সংগঠনের নেতৃত্ব শ্রমিক ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের ফলে আগরতলা থেকে দক্ষিণ জেলা-গামী বাস, জিপ ও অন্যান্য গণপরিবহণ পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। যাত্রীদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, কর্মবিরতি প্রত্যাহারের খবরে যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। গণপরিবহণ স্বাভাবিক থাকায় নিত্যযাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas